CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-67 ■ 7 December, 2025 ■ আগরতলা ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রধানমন্ত্রী

নয়া দিল্লি, ৬ ডিসেম্বর।। আজ, ৬ ডিসেম্বর, মহাপরিনির্বাণ দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর অবিচলিত অবদানগুলো স্মরণ করে বলেন, 'ড. আম্বেদকরের ন্যায়, সাম্য এবং সংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি অবিচলিত প্রতিশ্রুতি আজও ভারতের জাতীয় যাত্রাকে প্রভাবিত করছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদি এক টুইটে বলেন, 'মহাপরিনির্বাণ দিবসে ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরকে স্মরণ করছি। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং ন্যায়, সাম্য ও সংবিধানিকতার প্রতি অবিচলিত প্রতিশ্রুতি আমাদের জাতীয় যাত্রাকে গাইড করছে। তিনি প্রজন্মকে মানব মর্য্যাদা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর আদর্শ আমাদের পথপ্রদর্শক হোক, যখন আমরা একটি উন্নত ভারত নির্মাণে কাজ করে যাচ্ছি।'

ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর, যিনি 'বাবাসাহেব' নামে পরিচিত, ভারতের বিশিষ্ট আইনজ্ঞ এবং সামাজিক সংস্কারক ছিলেন। তিনি ভারতের সংবিধানের প্রধান স্থপতি হিসেবে পরিচিত এবং জাতিগত বৈষম্য নির্মূলের জন্য তার সংগ্রাম এবং দলিত ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন।

ড. আম্বেদকর ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। ১৯৯০ সালে, তাঁকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়। তাঁর জন্মদিন, ১৪ এপ্রিল, প্রতিবছর 'অম্বেডকর জয়ন্তী' হিসেবে উদযাপিত হয়।

রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। আজ ভারতের সংবিধান প্রণেতা ড. বি.আর. আম্বেদকরের ৭০তম মৃত্যু বার্ষিকী। এ উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর মূল অনুষ্ঠানটি হয় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। এখানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু ড. বি.আর. আম্বেদকরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, ড. বি.আর. আম্বেদকরের সভাপতিত্বে ভারতের সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করা হয়। তিনি সংবিধানে দেশের সকল জনগণের সমতা, স্বাধীনতা, সুযোগের সংস্থান করেছিলেন। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সংবিধানে সংরক্ষণ প্রথা চালু করেছিলেন। ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণেরও সংস্থান রাখা হয়েছিল ভারতীয় সংবিধানে।

এই অনুষ্ঠানে তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাসও দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ড. বি.আর. আম্বেদকরের অবদানের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দপ্তরের সচিব দীপা ডি. নায়ার এবং ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক মিনারাণী সরকার এবং বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী।

সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রকের কড়া নির্দেশ

অতিরিক্ত বিমান ভাড়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ

নয়া দিল্লি, ৬ ডিসেম্বর।। সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রক তার নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা ব্যবহার করে সমস্ত প্রভাবিত রুটে ভাড়া সঠিক এবং যুক্তিসঙ্গত রাখার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে, যাতে যাত্রীদের কোনো ধরনের সুযোগসন্ধানী মূল্য নির্ধারণের কবলে পড়তে না হয়।কিছু এয়ারলাইন্সের অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ বিমান ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে, মন্ত্রক সকল এয়ারলাইন্সকে একটি সরকারি নির্দেশনা জারি করেছে, যা বর্তমানে নির্ধারিত ভাড়া সীমানা কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য বাধ্য করবে। মন্ত্রক জানিয়েছে, এই ভাড়া সীমানা তখন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে, যতদিন না পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে স্থিতিশীল হয়।

এই নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য হল, বাজারে মূল্য শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বিপদগ্রস্ত যাত্রীদের শোষণ রোধ করা, এবং যারা তাড়াতাড়ি ভ্রমণ করতে চান, যেমন প্রবীণ নাগরিক, ছাত্র, এবং রোগী, তাদের জন্য উপযুক্ত ভাড়া নিশ্চিত করা।

মন্ত্রক জানিয়েছে, এটি বাস্তব সময়ে ভাড়া স্তরের উপর নজরদারি অব্যাহত রাখবে এবং এয়ারলাইন্স ও অনলাইন ট্রাভেল প্ল্যাটফর্মগুলির সঙ্গে সক্রিয় সমন্বয় করবে। মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, নির্ধারিত মানদণ্ড থেকে কোনোভাবেই বিচ্যুতি ঘটলে তা তাতণিকভাবে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যা বৃহত্তর জনগণের স্বার্থে প্রয়োজনীয়।

বিএসএফের ধাওয়ায় বন্ধ সোনামুড়ায় গরু বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৬ ডিসেম্বর ঃ সোনামুড়া গরু বাজারে শনিবার এক দফায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিএসএফের ধাওয়ায় বিশালগড়ের ঘটনার পুনরাবৃত্তির আতঙ্ক দেখা দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাজার বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জানা যায়, সোনামুড়ার ময়নামা দিক থেকে একটি গরু বোঝাই গাড়িকে বিএসএফের একটি গাড়ি দীর্ঘক্ষণ ধরে ধাওয়া করে। ধাওয়া খেয়ে গরুবাহী গাড়িটি দ্রুতগতিতে এসে সোনামুড়া গরু বাজারের ভেতরে প্রবেশ করে।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিএসএফের গাড়িটিও বাজারে ঢোকে। আকস্মিক এই ধাওয়া দেখে বাজারে উপস্থিত ক্রেতা—বিক্রেতারা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। অনেকেই একজোট হয়ে বিএসএফ গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে ভেবে বিএসএফ গাড়িটি দ্রুত বাজার ছেড়ে চলে যায়।

ঘটনার পর বাজারজুড়ে ক্রেতা—বিক্রেতাদের মধ্যে আতঙ্ক এবং উত্তেজনা দেখা যায়। স্বাভাবিক নিয়মে বিকেল ৩টা পর্যন্ত চলার কথা থাকলেও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় দুপুর ১২টার মধ্যেই গরু বাজার বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সূত্রের খবর, বিএসএফের কাছে আগেই খবর ছিল যে বেআইনিভাবে বাজারে গরু নিয়ে আসা হচ্ছে। রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে, যা তাদের সতর্ক

☛৫ এর পাতায় দেখুন

আন্তঃ নির্ভরশীলতা ও পারস্পরিক সুবিধা ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাবে ঃ ভার্মা

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ।। আন্তঃনির্ভরশীলতা এবং পারস্পরিক সুবিধা এগুলোই আগামীদিনে ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আজ বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা একথা বলেন। তিনি বলেন, আমরা আত্মবিশ্বাসী যে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে এবং মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করতে আমরা একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাব সন্তোষজনক এই মন্তব্য তিনি রাজধানীর পুরাতন ইন্ডিয়া হাউসে মৈত্রী দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তাদের উদ্দেশে বলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা, সাংস্কৃতিক কর্মী, নাগরিক সমাজ এবং সাংবাদিকরা।ভার্মা বলেন, ১৯৭১ সালে ভারত বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। বাংলাদেশকে একটি 'গণতান্ত্রিক, স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ, অগ্রগামী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক' জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে তারা সহায়তা চালিয়ে যাবে।

তিনি স্মরণ করেন, মৈত্রী দিবস হলো সেই দিন যখন ৫৪ বছর আগে ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ভার্মা বলেন, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তার অনেক ঐতিহাসিক মুহূর্ত রয়েছে। তবে ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা পাওয়ার দশ দিন আগেই ভারতের স্বীকৃতি এটি আমাদের সম্পর্কের ইতিহাসে এক অমোচনীয় ঘটনা। তিনি বলেন, এই দিন দুই দেশের মধ্যে সহমর্মিতা এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্কের সূচনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় বীরদের রক্তে আবদ্ধ স্মৃতির প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

ভার্মা বলেন, আজকের মতো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুধু যা অর্জন করেছি তা স্মরণই করি না, বরং সামনে নতুন দিগন্ত দেখার সুযোগ পাই। তিনি বলেন, ১৯৭১ থেকে দুই দেশ অনেক দূর এসেছে। আমরা আজ দুইটি দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি এবং আমাদের অগ্রগতি পরস্পর যুক্ত।

তিনি আরও বলেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এখন বহুমাত্রিক এবং একে অপরের জাতীয় উন্নয়নের পরিপূরক। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি পরস্পর সম্পর্কিত।

অন্যদিকে, ভার্মা বলেন, দুই দেশের মানুষই এই সম্পর্কের প্রধান অংশীদার। তাই সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্য হলো দুই দেশের মানুষ যেন এর সুফল পায়। তিনি উল্লেখ করেন, সীমান্ত পারাপার পরিবহন, বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি সংযোগ, বাণিজ্য এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক এসবই মানুষের কল্যাণে।

☛৫ এর পাতায় দেখুন

সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে রাজনীতি কোনদিন ফলপ্রসূ হবেনা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। বিভ্রান্তি ছড়িয়ে বিভাজন করে সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে রাজনীতি কোনদিন ফলপ্রসূ হবে না। জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। আজ সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন বড়কাঠাল বাজারে আয়োজিত এক সাংগঠনিক কার্যক্রমে অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সিমনা মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, কিছুদিন আগে বলা হয়েছে যে ভারতীয় জনতা পার্টির মতো জাতীয় পার্টিকে এডিসি এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না। প্রায়শই হুমকি ধমকি আমরা শুনি। তাই আমি একটা কথাই বলছি যে যত হুমকি ধমকি দেওয়া হবে ততো বেশি আমরা শক্তিশালী হবো। আমি যা শুনেছি এখানে অর্থাৎ বড়কাঠাল বাজারে নাকি কোন কার্যক্রম করতে দেওয়া হবে না, মুখ্যমন্ত্রীকে আসতে দেবে না, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রীকে আসতে দেবে না, ভারতীয় জনতা পার্টির কাউকে আসতে দেবে না। কিন্তু এই জায়গা কারোর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এই সম্পত্তি সবার। যেকোন পার্টি যেকোন জায়গায় যেতে পারে। কিন্তু গায়ের জোরে ভয় দেখিয়ে নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা ভারতীয় জনতা পার্টি কখনো বরদাস্ত করবে না।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের অখন্ডতা রক্ষার জন্য জম্মু ও কাশ্মীরে প্রাণ বলিদান দিয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। পণ্ডিত দীন দয়ালকেও মোঘলসরাইয়ে খুন করা হয়েছিল। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি। আঞ্চলিক পার্টির সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। যারা যে পার্টি করে তারা করবে। কিন্তু বিভ্রান্তি ছড়িয়ে বা নানাভাবে বিভাজন করে সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে যে রাজনীতি কোনদিন ফলপ্রসূ হবে না। বিগত দিনগুলিতেও এভাবে চলে এসেছে। এতে কোনদিন উন্নয়ন সম্ভব হবে না। তাই আমি এখনো বলবো যারা এধরণের চিন্তাভাবনা করেন, যারা ভুল বুঝিয়ে অন্যভাবে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

পুটিয়া সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে আহত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। পাচারকালে বক্সনগর পুটিয়া সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে আহত হয়েছে দুই যুবক। আহত দুই যুবককে প্রথমে বিশালগড় হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে তাদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় দ্রুত জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে।

শনিবার সকালে ওই ঘটনাটি ঘটে। যখন সাদ্দাম হোসেন ও সোনু মিঞা নামের দুই যুবক ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করতে গেলে বিএসএফের জওয়ানরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। আহত দুই যুবককে প্রথমে বিশালগড় হাসপাতাল নিয়ে আসা হয়, তবে তাদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় দ্রুত রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, সীমান্ত পার হওয়ার সময় বিএসএফের সতর্কতা জারি থাকায় এই ঘটনা ঘটে। তবে এই ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসন ও বিএসএফের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

দশমীঘাট এলাকায় যুবকদের হাতে আক্রান্ত ব্যবসায়ী মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। দশমীঘাট এলাকার যুবকদের হাতে মারধরের শিকার হয়েছেন বটতলা বাজারের এক ব্যবসায়ী। মারধরের অভিযোগ এনে ওই ব্যবসায়ী পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের করেছেন। ব্যবসায়ী সঞ্জীব দেবনাথ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানান, গতকাল রাতে তিনি এবং তাঁর বন্ধু নন্দু স্কুটি চেপে বটতলা বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁদের বাড়ি জয়নগর এলাকায়। সেই সময় তাদেরকে আটকে চার-পাঁচজন দুষ্কৃতকারী অভিযোগ করেন যে, সঞ্জীব ও নন্দু নেশা সামগ্রী বিক্রি করে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তারা সঞ্জীব এবং নন্দুকে আক্রমণ করেন। আক্রমণে গুরুতর আহত হন সঞ্জীব ও নন্দু। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাঁদেরকে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

ঋণের চাপে মহিলার আত্মহত্যা অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। ঋণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ঋণ ঘুরিয়ে দিতে না পেরে ঋণের চাপে এক মহিলা আত্মহত্যা করেছেন বলে জানান কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ অফিসার প্রতিভা সিনহা। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় শোকের ছায়া নেমে পড়েছে। ঘটনা কৈলাসহরের পূর্ব কাউলিকুড়া গ্রামে।

উল্লেখ্য, কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনস কাউলিকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নং ওয়ার্ডের পূর্ব কাউলিকুড়া গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা অঞ্জনা মালাকার। হতদরিদ্র অঞ্জনা মালাকার এবং স্বামী পরিমল মালাকার দুজনেই দিনমজুর। আত্মহত্যার ব্যাপারে কৈলাসহর মহিলা

☛৫ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লাইট ক্ষতির মুখে বর্গা চাষিরা, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ৬ ডিসেম্বর।। ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারের ভারত ভূখণ্ডের কৃষকরা বর্তমানে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন। সীমান্তের কাছে কাঁটাতারের লাগোয়া শত শত কৃষক, বিশেষ করে বর্গা চাষিরা, একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছেন তাদের ফসলের ক্ষতির কারণে। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ থেকে আসা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এলআইডি লাইট গুলির প্রভাবে তাদের ধান গাছগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই লাইটগুলির আলোতে ধান গাছগুলো শুকিয়ে, ছনের মতো হয়ে গেছে এবং ফলন একেবারে হয়নি।

তবে শুধু ধান গাছের ক্ষতি নয়, কাঁটাতার এবং এলআইডি লাইটের কারণে সীমান্ত এলাকায় নতুন সমস্যাও সৃষ্টি হয়েছে। ভারত ভূখণ্ডে কাঁটাতার থেকে মাত্র পাঁচ মিটার দূরে নতুন করে মাটি বিছিয়ে কাঁটাতার লাগানো হয়েছে। এর ফলে কৃষক এবং কৃষি শ্রমিকরা প্রায়শই মরশুমের কাজকর্ম করতে গিয়ে এই কাঁটাতারের আঘাতে আহত হচ্ছেন। অনেক সময় রক্তাক্তও হচ্ছেন তারা। এই ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটেছে একাধিক বার।

বিগত এক বছরের মধ্যে কাঠালিয়া ব্লকের সীমান্ত এলাকার অধিকাংশ কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই এলাকার গ্রামগুলোতে, যেমন উত্তর পাহাড়পুর থেকে দক্ষিণ ভবানীপুর পর্যন্ত, সীমান্তের কাছাকাছি এলআইডি লাইটগুলো স্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে কৃষি জমি প্রায় পতিত হয়ে পড়েছে।

কৃষকদের মতে, আগে কম পাওয়ারের লাইট থাকলেও ফসলের ক্ষতি হতো না। কিন্তু গত এক বছরে এলআইডি লাইটগুলি প্রায় ৩০ ফুট উচ্চতায় খামপোস্টের সঙ্গে স্থাপন করা হয়েছে, এবং সেগুলি পুরো রাত জ্বালানো হয়। এর ফলে ফসলের উপর প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছে।

শুক্রবার স্থানীয় সংবাদকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সময়, একাধিক কৃষক তাদের ক্ষতির কথা জানান। নির্ভয়পুরের রহিম মিয়া, শৈলেন সরকার, হারাধন দে, নারায়ণ মজুমদারসহ অন্যান্য কৃষকরা বলেন, কৃষিকাজে অনেক টাকা খরচ করেছি, শারীরিক পরিশ্রমও করেছি, কিন্তু একমাত্র এই লাইটের কারণে আমাদের ফসলের কোনো ফলন হয়নি। আমাদের কে ক্ষতিপূরণ দেবে?

তারা আরো জানান, বিএসএফ-এর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলার পর তারা জানিয়ে দিয়েছেন, এটা আমাদের কিছু করার বিষয় নয়। এছাড়া, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা, যেমন ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি ও বিধায়কের কাছেও এই সমস্যার সমাধান চেয়েছেন। তবে তারা শুধু আশ্বাস দিয়েছেন যে, দেখা যাক, কিছু করা যায় কিনা।

তাদের দাবি, যদি এই সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে আগামী দিনে কাঁটাতারের এপারে ভারত ভূখণ্ডের

☛৫ এর পাতায় দেখুন

এডিসি সহ রাজ্যে দুর্নীতির রাজত্ব কায়েম রেখেছে ফ্যাসিস্ট শক্তি ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। এডিসি সহ রাজ্যে দুর্নীতির রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে ফ্যাসিবাদি শক্তি। এর ফলে সবকিছু তছনছ করে দিচ্ছে। আজ সোনামুড়ায় এক জনসভায় এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার। সাথে তিনি দুর্নীতি বিরোধী জনমত গঠনে ময়দানে নামার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ পরিস্থিতি আর সহ্য করা যায় না, জনগণকে আওয়াজ তুলতেই হবে। সোনামুড়ায় এক জনসভায় উপস্থিত থেকে মানিক সরকার বলেন, রেগা প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়ার তালে রয়েছে সরকার। এর ফলে গ্রামের গরিব, মেহনতি মানুষের অধিকার হরণ করা হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে কৃষক এবং গ্রামীণ মানুষের স্বার্থ উপেক্ষা করছে এবং তাঁদের জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তুলছে।

শাসক দলকে নিশানা করে তিনি আরও বলেন, জনগণের শ্রম এবং সংগ্রামের ফলকে আজ বারবার হরণ করা হচ্ছে। গ্রামীণ উন্নয়নের নামে যে সব প্রকল্প চালু হয়েছিল, সেসব বন্ধ করে দিয়ে মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

ইতিহাসের শিক্ষা টেনে নিয়ে মানিক সরকার বলেন, জার্মানের অত্যাচারী শাসক হিটলারও ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তাকে লুকিয়ে আত্মঘাতী হতে হয়েছে। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দুঃশাসনের পরিণতি সবসময়ই বেদনাদায়ক। তিনি বলেন, আজ রাজ্যের পরিস্থিতি ঠিক সেই পথেই এগোচ্ছে।

তাই এখনই জনগণকে সচেতন হতে হবে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,৭ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
২০ অগ্রহায়ণ, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ভারত নিজের পথেই চলিবে

ভারত কোন দেশের চাপের কাছে মাথা নত করিবে না। বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে ভারত নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। ইহাতে কোন দেশের মধ্যস্থতা বা তদারকি ভারত সরকার গ্রাহ্য করিবে না।

ভারত যে বিশ্বের যে কোনও দেশের সঙ্গে নিজের মতো করে সম্পর্ক বজায় রাখিতে পারে, তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তিনি বলেন, ভারতের কৌশলগত স্বাধীনতা আছেকোনও দেশ, এমনকি আমেরিকাও, ভারতের বিদেশনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ভারত সফরের পরই জয়শংকর এই মন্তব্য করেন। তাঁহার বক্তব্য, দেশের স্বার্থ রক্ষার্থে কোনও দেশের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবে, তাহা ভারত নিজেই ঠিক করিবে।রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দু'দিনের সফরে ভারতে আসিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। দুই দেশের সম্পর্ক আরও শক্ত করিবার বিষয়ে আলোচনা হয় দু'জনের। প্রশ্ন উঠিয়াছে, রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কি ভারত-আমেরিকা সম্পর্কে সমস্যা তৈরি করিবে? বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর স্পষ্ট করিয়া বলেন, ভারতের নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা আছে।কোন দেশের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্ক রাখিবে, তাহা ভারতই ঠিক করিবে। তিনি জানান, যত বেশি দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকিবে, তত আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের অবস্থান আরও শক্ত হইবে। বিদেশমন্ত্রীর মতে, 'রাশিয়ার সঙ্গে চিন বা ইউরোপের দেশগুলির সম্পর্কে কখনও উন্নতি হইয়াছে, আবার কখনও অবনতি হইয়াছে। কিন্তু ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক কখনও খারাপ হয়নি। রাশিয়া নিয়ে ভারতবাসীর মনে একটা আবেগ আছে।'ইউক্রেন যুদ্ধের সময় রাশিয়া থেকে কম দামে তেল কেনায় আমেরিকা বরাবরই আপত্তি জানাইয়া আসিয়াছে। এই কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপাইয়াছেন, ফলে দুই দেশের সম্পর্ক বেশ খারাপ হইয়াছে। এই আবহে ভারত যদি রাশিয়ার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে আমেরিকা ভালোভাবে নেবে না বলিয়াই মনে করিতেছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষজ্ঞরা।যদিও এস জয়শংকর জানাইয়াছেন, আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য আলোচনায় কোনও বাধা পড়েনি। দিল্লি নিয়মিতই ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনা চালাইতেছে। বিদেশমন্ত্রীর ইঙ্গিত, পরিস্থিতি যতই জটিল হোক, খুব শীঘ্রই ভারত-আমেরিকার বাণিজ্যচুক্তি হইতে পারে। 'আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কে বাণিজ্যই আসল বিষয়। আমেরিকারও তা-ই ভাবে। দু'দেশেরই যাহাতে ভালো হয়, সেই চেষ্টা চলছে।' কিন্তু এ সবের পাশাপাশি ভারত নিজের স্বার্থ বজায় রাখিয়া চলিবে বলিয়াও স্পষ্ট করে দিয়াছেন জয়শঙ্কর।ভারত তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষা এবং বিশ্বের প্রেক্ষাপটে নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করিবার জন্য স্বাধীনভাবে নিজস্ব নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করে।ভারত সাধারণত কোনো একক শক্তি বা শক্তিজোটের (যেমন অতীতে জোটনিরপেক্ষতার নীতি ছিল) পক্ষ নেয় না এবং কোনো দেশ বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে চাপাইয়া দেওয়া শর্ত বা সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে অস্বীকার করে।ভারত বিশ্বাস করে যে বিশ্ব বহু-মেরুকেন্দ্রিক হওয়া উচিত এবং দেশটি বিভিন্ন বৈশ্বিক শক্তির (যেমন আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন) সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ ও স্বতন্ত্র সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলে।ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে পঞ্চশীল নীতি এবং জোট নিরপেক্ষতা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করিয়াছে, যাহা সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিবার গুরুত্ব তুলিয়া ধরে।

হায়দরাবাদ হাউসে মোদি—পুতিন বৈঠক, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার রাজধানীর হায়দরাবাদ হাউসে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন। দুই নেতা অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা করেন।

হায়দরাবাদ হাউসে পৌঁছানোর আগে প্রেসিডেন্ট পুতিন রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিংহ। দিনের শুরুতে রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রাঙ্গণে পুতিনকে গার্ড অব অনারসহ আনুষ্ঠানিক স্বাগত জানানো হয়।

রুশ প্রেসিডেন্টের ভারতের কর্মসূচি বেশ ব্যস্ত। তিনি আজ পরে ভারত মন্ডপমে একটি ব্যবসায়িক বৈঠকে যোগ দেবেন, যেখানে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হবে। সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি ভবনে পুতিনের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করেছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট পুতিন তাঁর রাষ্ট্রীয় সফর শুরু করেন। বিমানবন্দরে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁকে অভ্যর্থনা জানান, যা ছিল এক বিরল ব্যক্তিগত উদ্যোগ। মোদি নিজেই পুতিনকে একই গাড়িতে নিয়ে আসেন।

মোদি রুশ প্রেসিডেন্টকে রুশ ভাষায় 'ভগবদ্‌গীতা'-র একটি কপি উপহার দেন। সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ মোদি লেখেন, "রুশ ভাষায় গীতার একটি কপি প্রেসিডেন্ট পুতিনকে উপহার দিয়েছি। গীতার শিক্ষা সারা বিশ্বের লাখো মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগায়।"

পুতিনের এই সফর আসে মোদির ২০২৪ সালের জুলাই মাসের মস্কো সফরের পরপরই, যেখানে পুতিন নিজ বাসভবন নোভো-ওগারিওভোতে মোদিকে আতিথ্য দিয়েছিলেন। টানা উচ্চপর্যায়ের এই যোগাযোগ দুই দেশের স্থিতিশীল, টেকসই ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্বকে আরও দৃঢ় করছে।

বেনজির ভুট্টোর আকাঙ্ক্ষা,আইএসআই ও তালেবানের মধ্যে যেভাবে সম্পর্কের শুরু

জুবাইর আজম

আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে পাকিস্তানের একজন প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মতো একটি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। সম্পর্কটি ছিল পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ও প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানের একটি খুবই ছোট সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে। ওই সময় সীমান্তের দুপাশের কেউই ধারণা করতে পারেননি, পরের তিন বছরের মধ্যে ছোট সশস্ত্র গোষ্ঠীটি, যেটি তালেবান নামে পরিচিত ছিল, আফগানিস্তানের প্রায় পুরোটায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে।

পাকিস্তান সরকার কী এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যার ফলে আইএসআই আর তালেবানের মধ্যে প্রথমবার যোগাযোগ হয়েছিল? তালেবান সম্পর্কে আইএসআইয়ের তখনকার প্রধানের ধারণাই-বা কী ছিল? সাম্প্রতিক সময়ের সীমান্ত সংঘর্ষ, কথার লড়াই আর পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবান সরকারের মধ্যে একাধিক হামলার পরিপ্রেক্ষিতে, বিশ্লেষকদের অনেকেই এ উত্তেজনাকে একটি পুরানো সম্পর্কের অবসানের সূচনা হিসেবে দেখছেন। আর এটার জন্য গত দুই দশক ধরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে পাকিস্তানের দিকে আঙুল তোলা হচ্ছে। ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্নের উত্তরটি যদিও আগামী দিনের ঘটনাবলী দ্বারা নির্ধারিত হবে। তবে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সূচনা কেন ও কীভাবে হয়েছিল, সেটার উত্তর অবশ্যই রয়েছে।

বেনজির ভুট্টোর আকাঙ্ক্ষা ও মধ্য এশিয়া স্টিভ কোলের একটি বই রয়েছে। নাম ''ঘোস্ট ওয়ারস''। বইটিতে লেখক ২০০২ সালে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বেনজির ভুট্টোর একটি মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন। লেখক জানান, পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী (বেনজির ভুট্টো) তাকে বলেছিলেন, বাণিজ্য পথের নিয়ন্ত্রণ নিজ দেশের জন্য লাভজনক হবে বলেই তিনি মনে করতেন। তিনি পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তান হয়ে মধ্য এশিয়ায় তুলা ও জ্বালানি পণ্য, সেইসঙ্গে ইলেকট্রনিকস পণ্য পাঠানোর কথা বিবেচনা করছিলেন। ১৯৯৪ সাল, সোভিয়েত বাহিনী সবে আফগানিস্তান ছেড়ে গেছে। ওই পরিস্থিতিতে দেশটি গৃহযুদ্ধের কবলে পড়েছে। বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী তখন একে অপরের সঙ্গে লড়াই করছে। প্রতিটি শহর ও অঞ্চল কোনো এক পক্ষের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে বেনজির ভুট্টোর সেই ইচ্ছার বাস্তবায়ন করা মোটেও সহজ ছিল না। স্টিভ কোলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 'বেনজির ভুট্টো আফগানিস্তান ইস্যুতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সমন্বয়ে একটি দল গঠন করেছিলেন। এ দলে সাবেক মেজর জেনারেল ও তার (বেনজির) সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিরুল্লাহ খান বাবর ছিলেন'। তবে নাসিরুল্লাহ খান বাবর বিশ্বাস করতেন, কাবুলের মধ্য দিয়ে বাণিজ্যের প্রয়োজন নেই পাকিস্তানের। এর বদলে তিনি কান্দাহার ও হেরাতের মধ্য দিয়ে একটি দক্ষিণাঞ্চলীয় বাণিজ্য পথের প্রস্তাব করেন। বিকল্প প্রস্তাবটি বেনজির ভুট্টোর বেশ পছন্দ হয়।

'বেনজির ভেবেছিলেন, তার সরকার পশতুন সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোয় রাস্তাঘাট বানানো, টেলিফোন লাইন স্থাপন এবং অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে। স্থানীয় আফগান কমান্ডারদের অর্থ দিয়ে দক্ষিণ আফগানিস্তান হয়ে মধ্য এশিয়ায় পাকিস্তানের বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত করা যেতে পারে', এমটাই লিখেছেন স্টিভ কোল। তিনি আরও লিখেন, এ ব্যাপারে আইএসআইয়ের কোনো দ্বিমত ছিল না বলেও বেনজির তাকে জানিয়েছিলেন। মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) আগা হুমায়ুন আমিন তার লেখা "পাকিস্তান আর্মি থ্রু দি আইস অব পাকিস্তানি জেনারেলস" বইয়ে নাসিরুল্লাহ খান বাবরের একটি সাক্ষাতকার ছাপেন। বইয়ে তিনি লিখেন, নাসিরুল্লাহ খান বাবর তাকে বলেছিলেন, পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি বাণিজ্য পথ বানানো, যেটা দিয়ে ট্রাক ও ট্রেনে করে পণ্য আনা-নেওয়া করা যাবে। পুরো প্রক্রিয়াটিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, মধ্য এশিয়ায় থাকা জ্বালানির মজুত। মেজর আগা হুমায়ুনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নাসিরুল্লাহ খান বাবর সেটা নিশ্চিত করেন। পাকিস্তানি ট্রাকগুলো যখন আফগানিস্তানে থামে স্টিভ কোলের বইয়ে বলা হয়েছে, এ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেন নাসিরুল্লাহ খান বাবর নিজেই। ১৯৯৪ সালের অক্টোবরে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম বহরটি আফগানিস্তানে যায়। ওই বহরের কয়েকটি ট্রাকে পাকিস্তান থেকে টেক্সটাইল পণ্য নেওয়া হয়। এ নিয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়। স্টিভ কোল বলেন, পাকিস্তানের কোয়েটা থেকে যাত্রা করা বহরটি আফগানিস্তানের কান্দাহার হয়ে তুর্কমেনিস্তানে পৌঁছাবে বলে আশা করেন নাসিরুল্লাহ খান।

ওই সময় আইএসআইয়ের প্রধান ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাভেদ আশরাফ কাজী। ২০২১ সালে পাকিস্তানের একটি বেসরকারি টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাবেক এ সামরিক কর্মকর্তা বলেন, ট্রাকগুলো তুলা নিয়ে পাকিস্তানে ফিরছিল।

তার মতে, পাকিস্তানে তুলার ঘাটতি থাকার কারণে এ বাণিজ্য বহরের উদ্দেশ্য ছিল, সস্তায় সড়কপথে তুলা নিয়ে আসা। এর আগে মধ্য এশিয়া থেকে পাকিস্তানে সমুদ্রপথে তুলা আমদানি করা হতো।

যাইহোক, জাভেদ আশরাফ কাজী জানান, 'হেরাত থেকে কান্দাহারের পথে থাকার সময় স্থানীয় একজন কমান্ডার ওই বহর থামান। ট্রাকগুলোয় লুটপাট করেন। তুলাসহ ট্রাকগুলো দখল করে নেন। বহরের লোকজনকে বন্দি করেন'। তালেবানের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ, পাকিস্তানের ধন্যবাদ জাভেদ আশরাফ কাজী বলছেন, 'খবরটি যখন পাকিস্তানে এসে পৌঁছায়, নাসিরুল্লাহ খান বাবর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। জানান, ওই জায়গার কাছাকাছি তালেবান রয়েছে। তাদের (তালেবান) ব্যবস্থা নিতে এবং অপহৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে কথা বলা উচিত। এরপর আমরা তালেবানের সঙ্গে যোগাযোগ করি। নাসিরুল্লাহ খানও তার নিজস্ব সূত্রে তালেবানের সঙ্গে কথা বলেন'। উল্লেখ্য, জুলফিকার আলী ভুট্টোর শাসনামলে নাসিরুল্লাহ খান বাবর আই জি এফ সি ছিলেন। ওই সময়ই কিছু বিদ্রোহী আফগান কমান্ডারকে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। আগা হুমায়ুনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নাসিরুল্লাহ খান নিজেই এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। জাভেদ আশরাফ কাজী বলেন, 'তারা (তালেবান) বলল, আচ্ছা, আমরা দেখছি। এরপর তারা ব্যবস্থা নিয়েছিল। অপহরণকারী কমান্ডারের লোকজন দ্রুত পালিয়ে যায়। আর তালেবান তুলাসহ ট্রাকগুলো এবং অপহরণের শিকার ব্যক্তিদের মুক্ত করে দেয়'।

পাকিস্তান ও আফগান তালেবানের মধ্যে সেটাই প্রথম আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ, বলছেন জাভেদ আশরাফ কাজী। যদিও এ পদক্ষেপের বিনিময়ে তালেবানকে কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হয়নি। মার্কিন দূতাবাসের গোপন চিঠি ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাসের লেখা একটি গোপন চিঠি পরে প্রকাশিত হয়েছে। তালেবান ফাইলস-এর অংশ হিসেবে ওই চিঠি মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা সংরক্ষণাগার প্রকাশ করেছে।

১৯৯৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি লেখা ওই চিঠিতে ঘটনাটি সম্পর্কে উল্লেখ আছে। তবে কিছুটা ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তালেবানের একজন জ্যেষ্ঠ সূত্র আর মার্কিন দূতাবাসের একজন রাজনৈতিক কর্মকর্তার মধ্যে কথোপকথনের উদ্ধৃতি দিয়ে ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, 'তালেবান মনে করছে, যখন সশস্ত্র যোদ্ধারা মধ্য এশিয়া থেকে আসা একটি পাকিস্তানি বাণিজ্য বহরকে স্পিন বোলদাক এলাকায় কয়েকদিন আটকে রাখে, তখন পাকিস্তান তাদের গুরুত্ব দিতে শুরু করে'।

তালেবানের ওই সূত্রের বরাতে মার্কিন গোপন চিঠিতে বলা হয়, 'কান্দাহার থেকে পাকিস্তানি বাণিজ্য বহরের রওনা দেওয়ার বিষয়টি নাসিরুল্লাহ খান বাবর তালেবানকে জানাননি। কান্দাহার থেকে অন্য কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন'। যাইহোক, পাকিস্তানের তরফ থেকে যোগাযোগ করার পর, তালেবান ওই বহরকে কান্দাহারের মধ্য দিয়ে যেতে দিতে রাজি হয়। পথে স্থানীয় কমান্ডারদের দ্বারা বসানো অবরোধ ও প্রতিবন্ধকতাগুলো সরাতে শুরু করে। চিঠিতে বলা হয়েছে, পথের প্রায় প্রতি কিলোমিটারে অবরোধ ও প্রতিবন্ধকতা বসানো হয়েছিল বলে তালেবানের ওই সূত্রটি মার্কিন কর্মকর্তাদের জানান। তবে যখন তারা অপসারণের কাজ শুরু করেন, কেউই বাধা দেয়নি।

তালেবানের শুরুর গল্পটা এটাই কি তালেবানের ক্ষমতার সূচনা ছিল? সেটা অবশ্য পাকিস্তান ও তালেবানের মধ্যে প্রথমবার যোগাযোগ হওয়ার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রকাশ করা একটি গোপন নথিতে বলা হয়েছে, ১৯৯৪ সালের গ্রীষ্মে কান্দাহারের পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এরপর মোল্লা ওমর নামে স্থানীয় একজন মাদ্রাসা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কিছু সশস্ত্র তালেবান মাইওয়ান্দ এলাকায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের আর্থিক ও সামরিক সহায়তা দেন স্থানীয় ব্যবসায়ী হাজি বশির নূরজাই। স্টিভ কোল বলছেন, শুরুর দিকে তালেবানকে যারা আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে হামিদ কারজাই ছিলেন। তিনি পরে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, ওই সময়ে তার সঙ্গে শ দুয়েক লোক ছিল। মনে রাখা দরকার, হাজি বশির নূরজাই দুই বছর আগেই কারাগার থেকে বের হয়েছেন। একজন মার্কিন ইঞ্জিনিয়ারের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করা হয়েছিল।

চিঠিতে আরো বলা হয়েছে, তালেবানের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে যাওয়া দ্বিতীয় এলাকাটি ছিল স্পিন বোলদাক। এখানেই তালেবানেরা মাটির নিচের সুড়ঙ্গ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করতে পেরেছিল। এটা তাদের সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে ভূমিকা রাখে। যদিও এই অস্ত্রের বিপুল মজুত খুঁজে পেতে তালেবানকে কে সহায়তা করেছিল, সেটা নিয়ে মতভেদ রয়ে গেছে। কোনো কোনো সূত্র আইএসআইএর নাম বলে থাকেন। তবে স্টিভ কোলের মতে, তালেবানই সম্ভবত এটা খুঁজে পেয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শেষে স্থানীয় কমান্ডারদের সহায়তায় এই মজুত গড়ে তোলা হয়েছিল, যা ১৭টি সুড়ঙ্গে লুকানো ছিল।

> ১৯৯৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি লেখা ওই চিঠিতে ঘটনাটি সম্পর্কে উল্লেখ আছে। তবে কিছুটা ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তালেবানের একজন জ্যেষ্ঠ সূত্র আর মার্কিন দূতাবাসের একজন রাজনৈতিক কর্মকর্তার মধ্যে কথোপকথনের উদ্ধৃতি দিয়ে ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, 'তালেবান মনে করছে, যখন সশস্ত্র যোদ্ধারা মধ্য এশিয়া থেকে আসা একটি পাকিস্তানি বাণিজ্য বহরকে স্পিন বোলদাক এলাকায় কয়েকদিন আটকে রাখে, তখন পাকিস্তান তাদের গুরুত্ব দিতে শুরু করে'।

স্টিভ কোল আরও বলেন, তাকে এক সাক্ষাৎকারে জাভেদ আশরাফ কাজী বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর অর্ধেককে সরবরাহ করার মতো ওই সুড়ঙ্গগুলোয় পর্যাপ্ত গোলাবারুদ ছিল'। আহমেদ রশিদের বই "পাকিস্তান অ্যান্ড দ্য তালেবান"-এ দাবি করা হয়েছে, সুড়ঙ্গগুলোয় ১৮ হাজার কালাশনিকভ ছিল।

জাভেদ আশরাফ কাজী এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন, পাকিস্তান ওই সুড়ঙ্গগুলোর কথা জানতো। এটাও জানতো যে, সেখানে রাশিয়ার অস্ত্র লুকানো আছে। আরও জানা ছিল, 'সেগুলো মোল্লা আব্দুল সালাম রক্তি নামে একজন আফগান কমান্ডারের প্রভাবে ছিল। তিনিই পরে লুকানো সেসব অস্ত্র তালেবানের হাতে তুলে দেন'। অন্যদিকে মার্কিন প্রতিবেদন বলছে, লুকানো অস্ত্র ভান্ডারটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পাকিস্তানের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার কথা তালেবানের একজন সূত্র অস্বীকার করেছেন।

তবে এটা স্পষ্ট যে, লুকানো অস্ত্র ভান্ডার খুঁজে পাওয়া আর দখলে নেওয়ার ঘটনায় তালেবানের অভিযানগুলো গতি পায়। ওই বছরের নভেম্বরে তারা কান্দাহারের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়। সেখানকার বিমানবন্দরে তালেবান ছয়টি মিগ-২১ যুদ্ধবিমান ও চারটি এমআই-১৭ হেলিকপ্টারের সন্ধান পায়। আইএসআই প্রধানের সতর্কবার্তা স্টিভ কোল বলছিলেন, বেনজির ভুট্টো হঠাৎ করে আফগানিস্তানে একটি নতুন শক্তির উত্থান দেখতে পান। আর এ শক্তি নিরাপদ ও টেকসই বাণিজ্যের জন্য মধ্য এশিয়ার পথ খুলে দিতে পারে। একই সময়ে, জাভেদ আশরাফ কাজীও প্রথমবারের মতো তালেবানের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করেন। এ বৈঠক সম্পর্কে জাভেদ আশরাফ কাজী পাকিস্তানের একটি টিভি চ্যানেলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, 'মোল্লা ওমর ওই প্রতিনিধি দলে ছিলেন না। তার সহকারী মোল্লা রব্বানী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আরও তিন-চারজন ছিলেন। আমি লক্ষ্য করেছি, প্রত্যেকেরই কিছু শারীরিক অক্ষমতা ছিল। কারও হাত নেই, কারও-বা পা নেই'। 'তারা আফগানিস্তানকে পরিচ্ছন্ন করতে চেয়েছিলেন। তারা আমাকে নিরপেক্ষ থাকার অনুরোধ করেছিলেন। তারা বলেছিলেন, তাদের টাকাপয়সা আর অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। বরং তারা খাবার আর জ্বালানি চেয়েছিলেন', বলেন জাভেদ আশরাফ কাজী। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'তালেবানের তখনকার অভিযানে পাকিস্তানের অন্য কোনো ভূমিকা ছিল না। আমরা কী ঘটছে, তা পর্যবেক্ষণ করছিলাম'। বিবিসির সঙ্গে কথা বলার সময়ও জাভেদ আশরাফ কাজী ওই বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, 'আফগানিস্তানের সংঘাতে পাকিস্তানকে মূলত নিরপেক্ষ থাকতে অনুরোধ করেছিল তালেবান। সেই সঙ্গে তারা পাকিস্তান সরকারের কাছে তাদের জন্য দরকারি রেশন আর জ্বালানির জন্য বলেছিল। কারণ, এ দুটোই পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে তাদের কাছে পৌঁছায়। তাই এগুলো বন্ধ করে দেওয়া উচিত হবে না'। যাইহোক, স্টিভ কোলের মতে, ওই সময় পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আফগানিস্তানে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের দলকে সমর্থন ও সহায়তা করছিল। ১৯৯৪ সালের ৬ ডিসেম্বর ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাস একটি গোপন চিঠিতে জানায়, আইএসআই তালেবানকে সহায়তা করছে না বলে একজনকে বলেছেন জাভেদ আশরাফ কাজী। তবে তিনি তালেবানকে সমর্থন না করার বিষয়ে তার দেশের সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন।

কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন, 'তারা (তালেবান) একটি বিপজ্জনক ও অনিয়ন্ত্রিত শক্তিতে পরিণত হতে পারে, যা আফগানিস্তান, এমনকি পাকিস্তানের জন্যও ক্ষতির কারণ হতে পারে'। ওই চিঠির শেষে লেখা হয়, 'যে ব্যক্তি জাভেদ আশরাফ কাজীর কথোপকথন সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন, তিনি একজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র। তিনি কথোপকথন ঠিকঠাকভাবে আমাদের কাছে জানাননি, এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ'। মার্কিন দূতাবাসের চিঠিতে উল্লেখ থাকা কথোপকথনের বিষয়ে জানতে বিবিসির পক্ষ থেকে জাভেদ আশরাফ কাজীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তার জবাব ছিল, 'ওই সময়ে এমন কোনো আলাপের কথা আমি মনে করতে পারছি না'।

জ্বালানি, যন্ত্রপাতি ও অর্থ

এর পরও আমেরিকার গোপন চিঠিতে বলা হয়েছে, 'সন্দেহ নেই যে, তালেবানরা কোনো না কোনো উৎস থেকে সমর্থন পাচ্ছে'। "ঘোস্ট ওয়ারস" বইয়ে বেনজির ভুট্টোকে উধৃত করে স্টিভ কোল লিখেছেন, 'সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মতে, প্রথম বৈঠকের পর পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের কাছ থেকে গোপনে সহায়তা করার অনুরোধ আসতে থাকে। জ্বালানি দিয়ে এটা শুরু হয়। ধীরে ধীরে তা যন্ত্রপাতির দিকে এগিয়ে যায়। তারপর পাকিস্তান অর্থ দিতে শুরু করে'। এই অর্থ, প্রশিক্ষণ আর যন্ত্রপাতি তালেবানকে পাকিস্তানের পক্ষে রাখতে সহায়তা করবে বলে আইএসআই কর্তারা বেনজির ভুট্টোকে বলেছিলেন। আর বেনজির ভুট্টো নিজে তাকে একথা বলেন বলে লিখেছেন স্টিভ কোল। বেনজির ভুট্টোর বয়ান দিয়ে স্টিভ কোল আরও লিখেছেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাকে বলেছিলেন, 'আমি অর্থ ছাড়তে শুরু করেছি। কিন্তু একবার অনুমতি দেওয়ার পরও আমি জানি না যে তাদের কত দেওয়া হয়েছিল। শুধু জানি যে, পরিমাণটা অনেক ছিল'। বিবিসির পক্ষ থেকে যখন তৎকালীন আইএসআই প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাভেদ আশরাফ কাজীর কাছে বেনজির ভুট্টোর ওই কথোপকথন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তিনি সুস্পষ্ট জবাব দেন, তার আমলে তখনকার প্রধানমন্ত্রীর কাছে তালেবানকে সহায়তা করার জন্য অর্থ বা অন্য কিছু চেয়ে কোনো অনুরোধ করা হয়নি। জাভেদ আশরাফ কাজীর মতে, শুরুতে কান্দাহার ও পরে হেরাত দখল করার মধ্য দিয়ে তালেবান সরকারি কোষাগারে প্রবেশাধিকার পেয়ে যায়। ১৯৯৫ সালের অক্টোবরে আইএসআই প্রধান হিসেবে জাভেদ আশরাফ কাজী তার মেয়াদ শেষ করেন। এ পদে তার স্থলাভিষিক্ত হন লেফটেন্যান্ট জেনারেল নাসিম রানা।

প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বেনজির ভুট্টো নিজেও একই অবস্থান নিয়েছিলেন। এর মানে হলো, আফগান সংঘাতে পাকিস্তান মোটাদাগে নিরপেক্ষ ছিল। ১৯৯৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ফিলিপাইনে ভাষণ দিতে গিয়ে বেনজির ভুট্টো বলেছিলেন, 'আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমরা কখনোই আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করতে চাইনি। দেশটিতে আমাদের কোনো পছন্দ নেই'। পরের বছর, ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রিটেন সফরকালে বেনজির ভুট্টোর কাছে তালেবানকে সমর্থন দেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমরা তালেবানদের সমর্থন করছি না। আমি এমন অভিযোগ অস্বীকার করছি'। এর মাত্র তিন দিন আগে, তালেবান আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। যাইহোক, বেনজির ভুট্টো আফগানিস্তানের মাটিতে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'অতীতে পশ্চিমা বিশ্ব পাকিস্তানের মাধ্যমে আফগানিস্তানে অর্থ ও অস্ত্র পাঠাত। কিন্তু বর্তমানে পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, আমরা তালেবান কিংবা অন্য কোনো গোষ্ঠীকে অর্থ, অস্ত্র বা যেকোনো ধরনের সহায়তা দিতে পারব'।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় ডা. বি আর আম্বেদকরের তিরোধান দিবস উদযাপন করা হয়।

“খুবই চমকপ্রদ”: দিল্লি পুলিশের নোটিশ নিয়ে ডিকে শিবকুমারের প্রতিক্রিয়া

বেঙ্গালুরু, ৬ ডিসেম্বর: কর্নাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার শনিবার দিল্লি পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখাকে ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় পাঠানো নোটিশ নিয়ে চমকপ্রদ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এটি তার জন্য একেবারে অপ্রত্যাশিত, বিশেষত যখন তিনি ইতিমধ্যেই প্রয়োজনে সমস্ত তথ্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট -কে দিয়েছেন এবং তাদের পক্ষ থেকে নোটিশও পরিবেশন করা হয়েছে।

ডিকে শিবকুমার আরও জানান, একবার যখন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট ইতিমধ্যেই চার্জশিট দাখিল করেছে, তখন পুলিশের জন্য আলাদা মামলা রুজু করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তিনি বলেন, তিনি এই বিষয়টি আদালতে নিয়ে গিয়ে লড়াই করবেন “এটি আমার জন্য খুবই চমকপ্রদ। আমি ইডি-কে সমস্ত তথ্য দিয়েছিলাম। ইডি আমার ভাই এবং আমাকে ডেকেছিল। আমরা সমস্ত নোটিশও দিয়েছি। এখানে কোনও ভুল নেই। এটা আমাদের প্রতিষ্ঠান। আমরা কংগ্রেস নেতারা প্রতিষ্ঠানটির পাশে দাঁড়িয়েছি এখানে কোনও লুকোচুরি নেই, সবকিছু সাদা কালো। আমি জানি না, যেহেতু ইডি চার্জশিটও দাখিল করেছে, তারপরও কেন পুলিশ মামলাটি রেজিস্টার করবে। আমরা এই মামলা আদালতে নিয়ে যাব এবং লড়াই করব,” বলেন শিবকুমার। ডিকে শিবকুমার আরও অভিযোগ করেছেন যে, ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলার তদন্তে হয়রানি করা হচ্ছে এবং এটি কেবল সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী এবং তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য একটি পরিকল্পনা।

“এটা হয়রানি এটা আমাদের টাকা, আমরা যে কাউকে সাহায্য করতে পারি যাকে আমরা চাই, কারণ আমরা কর দিচ্ছি। এখানে কোনও দুর্নীতি নেই। ইতিমধ্যেই পিএমএলএ মামলার শুনানি শেষ হয়েছে তারা চার্জশিট দাখিল করেছে, আর কি করা যেতে পারে? শুধুমাত্র সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী এবং তাদের সমস্ত সমর্থকদের হয়রানি করতে তারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে” বলেন শিবকুমার। এর আগে, দিল্লি পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা কর্নাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারকে একটি নোটিশ পাঠায়, যাতে তাকে আর্থিক এবং লেনদেন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করতে বলা হয়। ২৯ নভেম্বর তারিখের এই নোটিশে শিবকুমারকে ১৯ ডিসেম্বরের মধ্যে ইওডব্লিউ অফিসে প্রয়োজনীয় নথি এবং তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছে। নোটিশে আরও বলা হয়েছে, তদন্তকারীরা তার ব্যক্তিগত পটভূমি এবং কংগ্রেস দলের সাথে তার সম্পর্কের সম্পূর্ণ তথ্য চেয়েছেন। “আপনার বা আপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনও সংস্থার পক্ষ থেকে কীভাবে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ দান হিসাবে প্রদান করা হয়েছিল? আপনি কি জানতেন যে, এই অর্থগুলি মেসার্স ইয়ং ইন্ডিয়ান -এ স্থানান্তরিত হওয়ার পর তার কী ব্যবহার হবে? যদি হ্যাঁ, তবে সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করুন,” নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলাটি সাবেক সাংসদ সুব্রামণিয়ান স্বামী দ্বারা দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয়েছিল, যেখানে কংগ্রেস নেতারা এবং অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড-এর সাথে সম্পর্কিত কোম্পানিগুলির মাধ্যমে তহবিলের অপব্যবহার করার অভিযোগ করা হয়।

FIRE RECRUITMENT BOARD, TRIPURA (FRBT)
DIRECTORATE OF FIRE & EMERGENCY SERVICES
GOVERNMENT OF TRIPURA

NOTICE

Refer: Notice No.F.06/FRBT/2025/53 Dated: 19.11.2025

নং: F.06/FRBT/2025/ 76 তারিখ: ০৬.১২.২০২৫

সবাইকে অবগত করা যাচ্ছে যে ফায়ারম্যান ও ড্রাইভার পদের পরীক্ষার জন্য যেসব প্রার্থীরা তাঁদের অ্যাডমিট কার্ড নিজ নিজ ডেরা থেকে সংগ্রহ করেননি, সেই সকল প্রার্থীদের নিচে উল্লেখিত ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট FRBT অফিসে উপস্থিত হয়ে অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে:

ঠিকানা	সময়	তারিখ
অফিস অফ ফায়ার রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, ত্রিপুরা (ফ্রবা), দমকল ও জরুরি পরিষেবা ডিরেক্টরেট, ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনী, আগরতলা	সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত	০৯ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত (ছুটির দিন ব্যতীত)

অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহের সময় প্রার্থীদের এখানে উল্লিখিত যে কোনও একটি ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র সাথে আনতে হবে, যেমন: আধার কার্ড, ভোটার আইডি (EPIC), প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট।

Sd/-
(এ. ভট্টাচার্জি)
কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশনস
ফ্রে আর বি টি
আগরতলা ৭৯৯০০১

ICA/D-1480/25

অরুণাচল প্রদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা
সুপ্রিম কোর্টের নজরে পেমা খান্দুর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানিগুলির কাজের চুক্তি

ইটানগর, ৬ ডিসেম্বর: অরুণাচল প্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তোলপাড় সৃষ্টি করেছে, যখন সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পেমা খান্দুর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানিগুলিকে দেওয়া কাজের চুক্তির ব্যাপারে বিস্তারিত প্রতিবেদন চেয়েছে।

এ বিষয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, পেমা খান্দুর স্ত্রী, ভাই এবং ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে যুক্ত চারটি কোম্পানি তাওয়াং জেলার বিভিন্ন প্রকল্পে ৯ বছরের মধ্যে ১৪৬ কোটি টাকার কাজের চুক্তি পেয়েছে।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা এক হলফনামায় জানানো হয় যে, ২০১২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে তাওয়াং জেলায় মোট ১৪৬টি চুক্তি দেওয়া হয়েছে, যার পরিমাণ ৩৮৩ কোটি টাকা। চুক্তিগুলির মধ্যে পেমা খান্দুর স্ত্রীর টসেরিং ডোলমা, ভাই তাশি খান্দু (যিনি পূর্বে তাওয়াং জেলার বিধায়ক ছিলেন) এবং ভাইয়ের স্ত্রীর নাম রয়েছে।

এই মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছায় দুইটি পৃথক আবেদন পরবর্তীকালে, একটি আবেদনের দায়িত্বে আছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘ভলান্টারি অরুণাচল সেনা’র প্রধান জদিক তালি, অন্যটি ‘সেভ মন রিজিওন ফেডারেশন’। গত ১৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখে গৌহাটি হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে তাওয়াং জেলায় বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে পরিবার-পরিজনদের দেয়া চুক্তির তালিকা জমা দিতে নির্দেশ দেয়।

২০২৫ সালের ২ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট এই অভিযোগের উপর নজর দিয়ে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বিস্তারিত প্রতিবেদন চেয়েছে এবং আগামী ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করেছে।

এদিকে, পঞ্চায়েত এবং পৌর নির্বাচন ১৫ ডিসেম্বর হতে চলেছে, এর ফলে রাজ্যের শাসক বিজেপি সরকার এই অভিযোগগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে খারিজ করেছে। রাজ্যের পর্যটন, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং শিক্ষা মন্ত্রী পাসাং দর্জি সোনা, যাকে খান্দু কেবিনেটের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা হিসেবে পরিচিত, ভারতীয় টুডে’র সঙ্গে আলাপকালে এই অভিযোগগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন। তবে, তিনি আরও বিশদে কিছু বলেননি, কারণ বিষয়টি এখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন।

রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীও এই বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন, কারণ বিষয়টি বিচারাধীন এই ঘটনায়, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হতে পারে, কারণ বিষয়টি রাজ্য শাসনের শীর্ষ পর্যায়কে স্পর্শ করছে এবং সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী শুনানি ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

কেরালায় এসআইআর সময়সীমা এক সপ্তাহ বাড়াল ইসিআই, ভোটার নিবন্ধন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর

তিরুবনন্তপুরম, ৬ ডিসেম্বর: কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) কেরালায় চলমান বিশেষ নিবন্ধন পুনর্নবীকরণের (এসআইআর) সময়সীমা এক সপ্তাহ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলির জন্য সংক্রান্ত। রাজ্যে আগামী ৯ ও ১১ ডিসেম্বর দুটি ধাপে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, এবং ভোট গণনা হবে ১৩ ডিসেম্বর।

৫ ডিসেম্বর তারিখে ইসিআই-এর জারি করা আদেশে বলা হয়েছে যে, এখন ভোটাররা তাদের নিবন্ধন ফর্ম ১১ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত জমা দিতে পারবেন। প্রাথমিক ভোটার তালিকা ২৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে, পূর্বের ১৬ ডিসেম্বরের তারিখের পরিবর্তে, এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রকাশিত হবে, যা পূর্বে ১৪ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত ছিল।

কমিশন তার আদেশে জানিয়েছে, “কমিশন, কেরালার মুখ্য সচিব ও মুখ্য নির্বাচন কর্মকর্তার দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে, কেরালায় এসআইআর সময়সূচী সংশোধন করতে এক সপ্তাহ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।”

ইসিআই ৯টি রাজ্য এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (ইউটি) জুড়ে এসআইআর কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যার মধ্যে কেরালা অন্যতম। উল্লেখযোগ্য যে, আগামী বছর কেরালায় বিধানসভা নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম ও পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

কেরালা স্থানীয় সরকার নির্বাচনের কারণে নিবন্ধন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ বাড়ানোর জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে। পরে আদালত কেরালাকে ইসিআই-কে তাদের দাবির প্রেক্ষিতে একটি প্রস্তাবনা জমা দেওয়ার অনুমতি দেয়। শুক্রবার, ইসিআই কেরালার মুখ্য সচিব এবং মুখ্য নির্বাচন কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করে, যেখানে জানানো হয় যে ৯৫ শতাংশ নিবন্ধন ফর্ম ডিজিটাইজড হয়েছে এবং বাকি অংশ ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

কেরালার মুখ্য সচিব জানান, “কারণ স্থানীয় সরকার নির্বাচন চলমান, রাজনৈতিক দলের কর্মীরা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে জড়িত, ফলে এসআইআর সম্পর্কিত কার্যক্রমে তাদের সেবা যথাযথভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না।” তিনি এসআইআর নিবন্ধন পর্ব এক সপ্তাহ বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছিলেন।

লোকসভায় দীপফেক কন্টেন্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য বিল উত্থাপন, সম্মতির নিয়ম সহ শাস্তির প্রস্তাব

নয়া দিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: লোকসভায় একটি প্রাইভেট মেম্বারস বিল উত্থাপন করা হয়েছে যা দীপফেক কন্টেন্টের জন্য একটি স্পষ্ট আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে লক্ষ্য করে। শিব সেনা নেতা শ্রীকান্ত শিন্ডে শুক্রবার এই বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন। “ডিপফেকের অপব্যবহার, হয়রানি, প্রতারণা এবং মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর ক্ষেত্রে অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নিয়ন্ত্রক সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছে,” শিন্ডে বলেছিলেন।

এই বিলটি ডিপফেক কন্টেন্ট তৈরী বা প্রচারের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক উদ্দেশ্যে অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তি নির্ধারণ করেছে। এছাড়া, এটি জনসাধারণের সম্মতি ছাড়া কন্টেন্ট তৈরি করা বা বিতরণ করা বেআইনি ঘোষণা করবে। শিন্ডে বিলটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং গভীর শিক্ষা প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে দীপফেক প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া মনিপুলেশনের হাতিয়ার হিসেবে উঠে এসেছে। যদিও এই প্রযুক্তিটির শিক্ষার, বিনোদন এবং সৃজনশীল ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ব্যবহার রয়েছে, তবুও এটি ভুলভাবে ব্যবহৃত হলে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, জাতীয় নিরাপত্তা এবং জনসাধারণের বিশ্বাসের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।” এই প্রস্তাবিত বিলটি দীপফেক কন্টেন্ট তৈরি, বিতরণ এবং প্রয়োগের জন্য একটি স্পষ্ট আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এর পাশাপাশি, একটি দীপফেক টাস্ক ফোর্স গঠন করার প্রস্তাব রয়েছে, যা জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলা এবং নির্বাচন প্রভাবিত করার সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করবে। এই টাস্ক ফোর্সটি একাডেমিক এবং বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সহযোগিতা করে ম্যানিপুলেটেড কন্টেন্ট শনাক্তকরণের প্রযুক্তি উন্নয়ন করবে, যা ডিজিটাল মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে। এছাড়া, এই বিলটি একটি তহবিল গঠনের প্রস্তাব করেছে, যা পাবলিক এবং প্রাইভেট খাতের উদ্যোগসমূহের সহায়তা করবে, যার মাধ্যমে উন্নত চিত্র ম্যানিপুলেশন শনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধের প্রচেষ্টা সমর্থিত হবে। প্রাইভেট মেম্বারস বিল সংসদের একটি প্রক্রিয়া, যা মন্ত্রী নয় এমন আইনপ্রণেতাদেরকে এমন বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার সুযোগ দেয়, যা সরকারের বিলগুলিতে প্রতিফলিত না হতে পারে অথবা বর্তমান আইনি কাঠামোর মধ্যে যেসব ফাঁক-ফোকর রয়েছে, সেগুলি চিহ্নিত করে আইনগত হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

ভারতে অবস্থান নিয়ে বিদেশমন্ত্রীর মন্তব্য: শেখ হাসিনা সম্পর্কে জয়শঙ্করের বক্তব্য

নয়া দিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর শনিবার বলেছেন, প্রাক্তন বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান নির্ভর করবে সেই “বিশেষ পরিস্থিতির উপর,” যার অধীনে তিনি গত বছর আগস্টে দিল্লিতে এসেছিলেন।

নয়া দিল্লিতে ‘বেসরকারি গণমাধ্যম সংস্থার লিডারশিপ সামিট’-এ বক্তব্য রাখার সময়, এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে জয়শঙ্কর বলেন, “এটা অন্য একটি বিষয়, তাই না?”

তিনি বলেন, “যে পরিস্থিতিতে তিনি ভারতে এসেছিলেন, সেটি স্পষ্টভাবে তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হতে পারে। তবে, এটি তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত, তিনি কী করবেন, তা তাকে ভাবতে হবে।”

গত ১৭ নভেম্বর, বাংলাদেশে একটি ট্রাইবুনাল আদালত শেখ হাসিনাকে “মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়, যা ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলন ও তার সরকারের পতনের পর ঘটে। বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অন্যদিকে, প্রাক্তন পুলিশ প্রধান চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য এবং জুলাই মাসে দোষী স্বীকার করার কারণে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এই রায়ের পর, শেখ হাসিনা একাধিকবার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, “রায়টি একেবারে প্রতারণামূলক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত,” এবং এটি “কঙ্গারু কোর্ট” দ্বারা প্রণীত।

বাংলাদেশ ভারতকে শেখ হাসিনা এবং আসাদুজ্জামান খান কামালকে দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য এক্সট্রাডিশন চুক্তি অনুসারে আবেদন করেছে। ঢাকার দাবি, ভারতের ওপর এটি একটি বাধ্যবাধকতা।

ভারত এই বিষয়টি নিয়ে সাড়া দিয়েছে এবং বলেছে, তারা রায়টি লক্ষ্য করেছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, “একটি কাছের প্রতিবেশী হিসেবে, ভারত বাংলাদেশে শান্তি, গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তি এবং স্থিতিশীলতার জন্য সর্বোচ্চ স্বার্থে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।”এই প্রসঙ্গে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর “হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিট ২০২৫”-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, অভিনেতা হিউ গ্রান্ট এবং আমির খানসহ অন্যান্য প্রধান বক্তাদের মধ্যে ছিলেন।এই বছর ‘ট্রান্সফর্মিং টুমরো’ থিমে, রাজনীতি, ব্যবসা, ক্রীড়া, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও বিনোদনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দ এবং পরিবর্তনকারীরা উপস্থিত ছিলেন, যারা আমাদের যুগের উদ্ভাবন, স্থিতিস্থাপকতা এবং বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

PNIT NO: e-PT-45/W/EE/RDAD/2025-26 Dt. 04/12/2025

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 11/12/2025 for 02 (Two) no works. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/3315/25

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

PNIT NO: e-PT- XXXIV/EE/RD/ABS/2025-26 DATED-04/12/2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 03:00 P.M. on 10/12/2025 for 02(Two) nos. Construction work and 03 (three) nos. Maintenance work at different site under the jurisdiction of R.D Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/3318/25

[Er. U. Debbarma] Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
File No. F.12(93)DEE/E-Tender/Cash/2019
Date: 04/12/2025

The Director, Elementary Education, Shiksha Bhavan, Office Lane, Agartala on behalf of Directorate of Elementary Education invites online e-Tender for Hiring of Vehicles (Swift DZIRE). The details are :-
1. Tender ID: 2025_ELEDU_67916_1, Dated: 04/12/2025
2. Date of closing of Online bid :- 15-12-2025 Time: 12.00 Hours
N.B: The bid form and other details including online activities should be done in the e-procurement portal viz https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/3331/25

Sd/-Illegible
Director
Elementary Education
Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. 03/EE/DWS/SD/AGT/2025-26

The Executive Engineer, DWS Store Division Nandannagar invites sealed tenders in PWD form 8(eight) fo the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	PWD FORM NO	Cost of Tender form	Date & venue of application	Last date of tender form collection.	Last date of dropping of tender & venue.	Tender Opening
1.	Hiring of 01(One) No Vehicle (Maruti Eco/Wagoner) alongwith driver for office of the Executive Engineer DWS Store Division, Nandannagar during the year 2025-26 (DNIT No.03/EE/DWS/SD/AGT/2025-26)	Rs. 3,03,600/-	Rs. 6072/-	01(One) Year	8(eight)	Rs.1000/-	05/12/2025 to 18/12/2025 up to 4.00 P.M. at O/O the EE, DWS Store Division, Agartala O/O the EE, DWS Division, Bishalgarh	20/12/2025 up to 4.p.m	22/12/2025 up to 3.00 P.M. at O/O the EE, DWS Store Division, Agartala O/O the EE, DWS Division, Bishalgarh	22/12/2025 at 3.00 P.M. possible

The tender forms and other details information can be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Store Divisior Nandannagar and office of the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh.

For & on behalf of the 'Governor of Tripura'
Sd/- (Er. B Hrangkhawl)
Executive Engineer,
D.W.S. Store Division, Nandannaga

ICA/C/3324/25

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 30/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26 Dt. 04-12-2025

The Executive Engineer, Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD (R & B), Gakulnagar, Sepahijala District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD or CPWD / MES / Railway [Eligibility criteria as per SECTION-2: Instructions to Bidders & Eligibility Criteria] for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIeT No: 36/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26 (2nd Call)	24,22,968.00	48,459.00	120 (One Hundred Twenty) days
2.	DNIeT No: 48/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2025-26	33,08,359.00	66,167.00	120 (One Hundred Twenty) days
3.	DNIeT No: 61/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	22,26,079.00	44,521.00	90 (Ninety) days
4.	DNIeT No: 62/B/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	6,33,598.00	12,672.00	45 (Forty Five) days
5.	DNIeT No: 63/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	22,23,371.00	44,467.00	90 (Ninety) days
6.	DNIeT No: 64/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	24,22,676.00	48,453.00	120 (One Hundred Twenty) days
7.	DNIeT No: 65/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	12,20,510.00	24,410.00	60 (Sixty) days
8.	DNIeT No: 66/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	24,22,709.00	48,454.00	60 (Sixty) days
9.	DNIeT No: 67/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	24,26,905.00	48,538.00	120 (One Hundred Twenty) days
10	DNIeT No: 56/B/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26 (2nd Call)	23,00,281.00	46,006.00	120 (One Hundred Twenty) days

Date of publishing of bid: Date 08-12-2025
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 15-12-2025
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 15-12-2025
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer; APPROPRIATE Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA/C/3333125

(Er. R. Ghosh)
Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R & B) Bishalgarh, Sepahijala Tripura.

শনিবার আগরতলায় ডা. বি আর আম্বেদকরের তিরোধান দিবসে শ্রদ্ধা নিবদন করেন রাজ্যপাল নাল্লু।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দক্ষিণ ভারতের সেরা পাঁচ শৈলশহর

উত্তর ভারতের পাহাড়ে যখন বরফের রাজত্ব, তখন দক্ষিণ ভারতের শৈলশহরগুলি নিজেদের মেলে ধরে এক অন্য রূপে। মনোরম জলবায়ু, ঘন সবুজ প্রকৃতি আর ঐতিহাসিক সংস্কৃতির মিশেলে এই স্থানগুলি হয়ে ওঠে শীতকালীন ভ্রমণের জন্য আদর্শ গন্তব্য। চলুন, জেনে নেওয়া যাক এই শীতে দক্ষিণ ভারতের কোন ৫টি শৈলশহর আপনার 'বাকেট লিস্টে' থাকা উচিত। **১. উটি—তামিলনাড়ু:** 'পাহাড়ের রানি' দক্ষিণ ভারতের শৈলশহরগুলির মধ্যে উটি সবচেয়ে বেশি পরিচিত। শীতকালে এখানকার তাপমাত্রা বেশ আরামদায়ক থাকে, যা পর্যটকদের জন্য আদর্শ। শীতের আকর্ষণ: নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এখানকার হালকা শীত উপভোগ করার মতো। বিখ্যাত নীলগিরি পর্বত রেলওে-তে যাত্রা করা এবং উটি হ্রদে নৌবিহার এখানকার প্রধান আকর্ষণ। কুয়াশায় মোড়া পাইন বন এবং চা বাগানগুলি এই সময়ে আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে।

যা দেখবেন: উটি লেক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, দোদাবেট্টা পিক, পাইকারা জলপ্রপাত।

২. মাদিকেড়ি — কর্ণাটক: কুর্গ বা কোডাগু-এর হৃদয় 'ভারতের স্কটল্যান্ড' নামে পরিচিত কুর্গ বা কোডাগু জেলার প্রাণকেন্দ্র হল মাদিকেড়ি। এই স্থানটি তার ঘন কফি বাগান, মশলার সুবাস এবং সবুজের স্নিগ্ধতার জন্য বিখ্যাত।

শীতের আকর্ষণ: শীতকালে মাদিকেড়ির বাতাস থাকে শীতল ও সতেজ। কুয়াশার মধ্য দিয়ে হাঁটা এবং কফি বাগানে সময় কাটানোর অভিজ্ঞতা হয় অসাধারণ। এখানকার ঐতিহ্যবাহী কোডাগু সংস্কৃতি এবং এখানকার মানুষদের আতিথেয়তা পর্যটকদের মন ছুঁয়ে যায়। যা দেখবেন: অ্যাবি ফলস রাজা'স সিট-এ সূর্য্যাস্ত দেখা, ওমকারেশ্বর মন্দির, তিব্বতীয় গোল্ডেন টেম্পল (বাইলাকুপ্পে)।

৩. কোডাচাদ্রি --- কর্ণাটক: ট্রেকপ্রেমীদের স্বর্গ এটি কেবল একটি শৈলশহর নয়, এটি ট্রেকিং এবং অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার এই পর্বতশৃঙ্গ ঘন জঙ্গলে ঘেরা এবং এটি কোডাচাদ্রি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের একটি অংশ। শীতের আকর্ষণ: গ্রীষ্মের তীব্র গরমের বদলে শীতকালে এই ট্রেইল ধরে ট্রেকিং করা অনেক সহজ। চূড়ায় পৌঁছানোর পর আরব সাগরের উপর সূর্যাস্তের দৃশ্য এক কথায় অবিশ্বাস্য। ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে এটি তীর্থযাত্রীদেরও প্রিয় স্থান।

যা দেখবেন: কোলাহলমুক্ত ট্রেকিং রুট, সর্বজ্ঞপীঠ মন্দির, হিদলুমানে জলপ্রপাত। **৪. নন্দী হিলস** --- কর্ণাটক: বেঙ্গালুরুর নিকটবর্তী আশ্রয় বেঙ্গালুরু থেকে মাত্র ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নন্দী হিলস দ্রুত ভ্রমণের জন্য আদর্শ। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে এবং টিপুর সুলতানের গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থল এখানেই ছিল।

শীতের আকর্ষণ: এখানকার প্রধান আকর্ষণ হল খুব ভোরে পাহাড়ের উপর থেকে কুয়াশার সমুদ্র দেখা। শীতল বাতাস এবং ভোরের মনোরম দৃশ্য দিনের শুরুটা করে তোলে সতেজ। হাইকিং, সাইক্লিং এবং প্যারাসেলিংয়ের সুযোগও এখানে রয়েছে। যা দেখবেন: টিপু'স ড্রপ, নন্দী মন্দির, ব্রহ্মাশ্রম।

৫. বাবা বুদান গিরি এবং মুল্লায়ানাগিরি --- কর্ণাটক: চিকমাগালুরের মুকুট

এগুলি কর্ণাটকের চিকমাগালুর জেলার দুটি বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গ। মুল্লায়ানাগিরি হল কর্ণাটকের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এবং বাবা বুদান গিরি কফির ইতিহাস বহন করে।

শীতের আকর্ষণ: এই সময়ে এখানকার কফি বাগানগুলি শান্ত ও মনোরম থাকে। মুল্লায়ানাগিরির চূড়া থেকে চারপাশের বিস্তীর্ণ দৃশ্য এই শীতে মনকে শান্তি দেবে। ট্রেকপ্রেমীরা এখানে ট্রেকিং উপভোগ করতে পারেন। এই অঞ্চলে শীতকালে আবহাওয়া সবচেয়ে বেশি আরামদায়ক থাকে। যা দেখবেন: মুল্লায়ানাগিরি চূড়া, বাবা বুদান গিরি দরগা, মানেকধারা জলপ্রপাত, শীতল জলপ্রপাত।

এই শীতে প্রকৃতির স্নিগ্ধতা এবং শান্ত পরিবেশ উপভোগ করতে আপনি বেছে নিতে পারেন এই পাঁচটির মধ্যে যে কোনও একটি শৈলশহর। ব্যাগ গোছান এবং দক্ষিণ ভারতের এই স্বর্গীয় গন্তব্যগুলির অভিজ্ঞতা নিতে বেরিয়ে পড়ুন।

ইলিশ পোলাও কীভাবে বানাবেন?

ছুটির দিন আসলেই মনে হয়, অন্যরকম কিছু একটা পদ খাওয়া যাক। তবে রেস্তোরাঁয় নয়, সেই পদ যদি বাড়িতেই বানানো হয়, তাহলে তো কথাই নেই। ট্রাই করতে পারেন ইলিশের পোলাও। খেতেও ভাল, তৈরি করাও সহজ।

যা যা লাগবে

ইলিশ মাছ ১২ কেজি ওজনের দুটি, গোবিন্দভোগ চাল ৩ কেজি, চেরা কাঁচালঙ্কা ১০টি, ২ টি ছোটো এলাচ, ২ টি বড়ো এলাচ, ৪ টি লবঙ্গ, দারচিনি ৪টি, গোলমরিচের গুঁড়ো, টকদই ১

কাপ, নুন/চিনি স্বাদমতো, সরষেবাটা ২ চামচ, পেঁয়াজকুচো ১ চামচ, সরষের তেল ৩ চামচ, ঘি ১ চামচ।

তৈরি করুন এভাবে

মাছের পিসগুলি ধুয়ে রেখে দিন। ল্যাজা ও মুড়ো জল দিয়ে সেদ্ধ করে স্টক বানিয়ে রাখুন। ল্যাজা ও পেটি একসঙ্গে বড়ো বড়ো পিস করলে ভালো হয়। নতুবা যার যেমন সুবিধা তিনি তাই করবেন। স্টক বানানোর সময় জলের মধ্যে গোলমরিচ, গরমমশলা, রসুন, পেঁয়াজ দিয়ে দিন। কম আঁচে স্টকটা সেদ্ধ হতে দিন। এবার স্টকটা ছেঁকে রাখুন। এবার স্টকটা আবার নুন ও গোলমরিচ দিয়ে আর-একটু ফুটিয়ে নিন। এবার একটি পাত্রে দই ফেটিয়ে তার মধ্যে সরষেবাটা দিয়ে মাছের পিসগুলি ভালো করে মাখিয়ে নিন। এবার কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে মাছগুলি ছেড়ে অল্প নাড়াচাড়া করে নিন, যতক্ষণ না সুগন্ধ বেরোচ্ছে। এবার অন্য ডেকচিতে ঘি গরম করে কিছুটা পেঁয়াজকুচি ভেজে বেরেস্তা বানিয়ে রাখুন। এটি অবশ্য পছন্দ না হলে নাও করতে পারেন। এবার অল্প আদাবাটা, থেঁতো করা ছোটো এলাচ, বড়ো এলাচ, দারচিনি ও লবঙ্গ দিয়ে একটু সাঁতলাতে হবে যতক্ষণ না মশলার সুগন্ধ বের হচ্ছে। এবার ধোয়া ও শুকনো করা চাল নিয়ে কষতে হবে, যতক্ষণ না মশলা মিশছে ও চালের রং বদলাচ্ছে ততক্ষণ কষতে হবে। এবার মাছের স্টকটা দিন। যদি মনে হয় আরও একটু গরম জল দিতে পারেন। চালের ওপর ৪ সেমি জল যেন থাকে। এবার ঢাকা দিতে আঁচ কমিয়ে দিতে হবে। চাল মোটামুটি সেদ্ধ হলে আঁচ বন্ধ করে দিন। একটি কাঁটা চামচে সাহায্যে ভাতগুলি সরিয়ে ইলিশ মাছগুলি রেখে ভাত চাপা দিয়ে আর-একবার কয়েক মি মাছ দিন ও ভাত ঢাকা দিন। ৭-১০ মিনিট দমে রাখুন। এরপর খুব সাবধানে মাছগুলি। করে নিন। এরপর একটি পরিবেশন পাত্রে পোলাও রেখে তার ওপর ইলিশ মাছগুলি সাজি রাখুন। ইচ্ছে হলে আর-একটু বেরেস্তা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

চটজলদি ওজন কমানোর ওষুধ খাওয়া থেকে সাবধান

ওজন কমানো আজকালকার লাইফস্টাইলের এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। দ্রুত ফল পেতে আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া বা বন্ধুদের দেখে অনেকেই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই 'ওজন কমানোর ওষুধ' বা 'ওয়েট লস মেডিসিন'-এর দিকে ঝুঁকছেন। অনেক বিশেষজ্ঞই বারবার সতর্ক করছেনএই তথাকথিত 'শর্টকাট' আপনার শরীরকে চটজলদি স্লিম দেখালেও ভেতর থেকে মারাত্মক দুর্বল করে দিতে পারে।

চটজলদি ওজন কমানোর ওষুধ কীভাবে কাজ করে এবং বিপদ কোথায়? বর্তমানে বাজারে জনপ্রিয় কিছু ওজন কমানোর ওষুধ (যেমন জি পি এল ১ ভিত্তিক ইনজেকশন বা পিল) মূলত শরীরের খিদে নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনগুলিকে সক্রিয় করে এবং হজম প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয়। এর ফলে তাড়াতাড়ি পেট ভরে যায় এবং কম খেলেও সন্তুষ্টি আসে, যার ফলে দ্রুত ওজন কমে।

তবে এই ওষুধগুলি সাধারণত ডায়াবেটিস, স্থূলতা বা হৃদরোগের মতো গুরুতর সমস্যায় ভোগা রোগীদের চিকিৎসকের পরামর্শে দেওয়া হয়। কিন্তু যখন কোনও সুস্থ বা বেশি ওজনের মানুষ কেবল দ্রুত স্লিম হওয়ার ফ্যাশনে এদের বেশি ব্যবহার শুরু করেন, তখনই বিপদ শুরু হয়। সবচেয়ে বড় বিপদ হল পেশি ক্ষয় দিল্লির শ্রী বালাজি অ্যাকশন মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের ইন্টারনাল মেডিসিন অ্যান্ড ইনফেকশন ডিজিজ বিভাগের ডিরেক্টর ড. অরবিন্দ আগরওয়াল এর মতে, এই ওষুধগুলির ব্যবহারের সবচেয়ে বড় এবং চিন্তার কারণ হল পেশি বা মাসলের ক্ষয়। যখন দ্রুত ওজন কমে, তখন শরীরের শুধু চর্বি বা ফ্যাট কমে না, গুরুত্বপূর্ণ পেশিও ভাঙতে শুরু করে।

পেশি ক্ষয়ের ভয়ঙ্কর ফল--- শরীরের গঠন পরিবর্তন: পেশি কমে যাওয়ায় শরীর ঢিলে এবং ঝুলে যায়। নিতম্ব এবং উরুর পেশি কমে যাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে এটিকে 'ওজেস্পিক বাট' বলা হচ্ছে। দুর্বলতা এবং ভারসাম্যহীনতা: পেশির জোর কমে যাওয়ায় শরীর দুর্বল লাগে। সামান্য কাজ করলেই ক্লান্তি আসে এবং শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস: দীর্ঘমেয়াদী এই ওষুধগুলি ব্যবহারের ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়। শারীরিক সক্ষমতা হ্রাস: ব্যায়াম করার ক্ষমতা কমে যায় এবং বয়স্কদের মধ্যে আচমকা পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। অন্যান্য সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পেশির ক্ষয় ছাড়াও এই ওষুধগুলির আরও কিছু সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যেমন — বমি বমি ভাব ও বমি হয়, কোষ্ঠকাঠিন্য ও হজমের সমস্যা হয়, মাথা ঘোরে এবং চরম দুর্বল লাগে।

বিশেষজ্ঞদের জরুরি পরামর্শ— জিটিবি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ডক্টর অজিত কুমার স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, অনলাইনে বা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এই ওষুধ গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় ঝুঁকি। সুস্থ থাকতে এবং স্থায়ী ওজন কমাতে হলে এই ৪টি বিষয় অবশ্যই মেনে চলুন:- ডাক্তারের পরামর্শ অপরিহার্য চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওজন কমানোর কোনো ওষুধ খাবেন না। প্রোটিনযুক্ত খাদ্য: প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন রাখুন, যা পেশি বজায় রাখতে সাহায্য করে। স্ট্রেন্থ ট্রেনিং: সপ্তাহে অন্তত ৩ থেকে ৪ বার ভার নিয়ে ব্যায়াম করুন। শর্টকাট নয়: ওষুধকে কখনওই ফ্যাশন বা ওজন কমানোর 'শর্টকাট' হিসেবে দেখবেন না। সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারাতেই ভরসা রাখুন। মনে রাখবেন, সুস্থভাবে রোগা হওয়াটাই আসল লক্ষ্য। ভেতরের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকিতে ফেলে চটজলদি স্লিম হওয়ার প্রবণতা থেকে বিরত থাকুন।

শুধু ডায়েট নয়, ফ্যাটি লিভার নিরাময়ে অস্ত্র আসন

বর্তমান জীবনযাপন, খাদভাসের জেরে এই ফাটি লিভারের মতো সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন বেশির ভাগ মানুষ। এবার এই রোগ থেকে মুক্তির পথ কী? ওষুধ তো রয়েছেই। তা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ভারতের মতো প্রাচীন ঐতিহ্যের দেশের ফাটি লিভারের মতো সমস্যার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য রয়েছে প্রাকৃতিক পদ্ধতিও।

শরীরের অনতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ লিভার। শরীরকে বিষমুক্ত রাখে, হজমে সাহায্য করে। কিন্তু সেই লিভারের যত্ন নেবেন কীভাবে? যত্ন না নিলেও যে ভারী বিপদ। বিশেষ করে লিভারে চর্বি জমার সম্ভবনা তো সবচেয়ে বেশি থাকে। ডাক্তারি পরিভাষা যাকে বলা হয়, 'ফ্যাটি লিভার'। বর্তমান জীবনযাপন, খাদভাসের জেরে এই ফাটি লিভারের মতো সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন বেশির ভাগ মানুষ। এবার এই রোগ থেকে মুক্তির পথ কী? ওষুধ তো রয়েছেই। তা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ভারতের মতো প্রাচীন ঐতিহ্যের দেশের ফাটি লিভারের মতো সমস্যার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য রয়েছে প্রাকৃতিক পদ্ধতিও। যোগবায়ামেই সারবে রোগ, নিরাময় হবে সকল সমস্যা। কিন্তু কোন যোগাসন করলেন হবে লাভ? পতঞ্জলির প্রতিষ্ঠাতা রামদেব পরামর্শ দিয়েছেন তিনটি আসনের। তিন আসনে নিরাময় ভুজঙ্গাসন— রামদেবের মতে, এই যোগাসন পেটের অংশকে প্রসারিত করে, যা লিভারের চারপাশে রক্তের সঞ্চালন বৃদ্ধি করে। এছাড়াও লিভারের কোষগুলিতে অক্সিজেন সরবরাহ বজায় রাখে। নিয়মিত কেউ এই যোগাসন অনুশীলন করলেন তা লিভারকে অনেকটাই উন্নত করে।

উস্ত্রাসন— রামদেবের মতে, এই বুক ও পেটের অংশে পেশীর প্রসারণ ঘটায়। যার জেরে বাড়ে রক্ত সঞ্চালন। বৃদ্ধি পায় অক্সিজেন সরবরাহ। কমে পেটের চর্বি, বাড়ে হজমশক্তি। লিভারকেও করে বিষমুক্ত।

কপালভাতি প্রাণায়ম--- যে কোনও প্রকার রোগের ক্ষেত্রে এই যোগাসন যেন ব্রহ্মাস্ত্র। নিয়মতি কপালভাতি করার প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে জোর দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরাও। আর কপালভাতি প্রাণায়ম হল শ্বাসের এক ধরনের আসন। যা ঠিক ভাবে করতে পারলে এর মাধ্যমে শরীর ও মন সচল হয়। বিষমুক্ত হয় লিভারও।

গাজরের খোসার যত গুণ

গাজর খাওয়ার সময় সাধারণত খোসা ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গাজরের মতো এর খোসাতেও রয়েছে ভরপুর পুষ্টিগুণ।

'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ফার্মাকোগনসি অ্যান্ড ফাইটোকেমিক্যালস রিসার্চ'-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গাজরের খোসা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে ভরপুর। এছাড়া এতে ভিটামিন এবং খনিজের উপস্থিতিও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

গাজরে থাকে ভিটামিন এ, কে, বি৬, পাশাপাশি পটাশিয়াম ও বায়োটিনের মতো খনিজ। এর অনেকটাই আসলে থেকে যায় খোসার মধ্যে। ফলে খোসা ফেলে দেওয়ার মাধ্যমে শরীরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি নষ্ট হয়।

১. খোসা ভাজা

আলুর খোসা ভাজার মতো গাজরের খোসাও ভেজে খাওয়া যায়। তবে কম তেলে ও কম আঁচে রান্না করতে হবে। রসুন কুচি দিয়ে নেড়ে নিলেই তৈরি হবে সুস্বাদু পদ।

২. স্মুদি বা জুস স্মুদি কিংবা সবজির রস তৈরির সময় খোসাসহ গাজর ব্যবহার করলে এতে মেলে বিটা ক্যারোটিন, যা চোখের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

৩. সার হিসেবে ব্যবহার খোসা শুকিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিলে তা প্রাকৃতিক সার হয়ে যায়। চাইলে শুকিয়ে গুঁড়ো করেও সার হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গাজরের খোসা শুধু খাবারে নয়, কৃষিকাজেও কার্যকর। তাই এর গুণাগুণ জেনে আর ফেলে না দিয়ে ব্যবহার করাই ভালো।

ধুলোর থেকে অ্যালার্জিকে দূরে রাখার স্মার্ট উপায়

ডাস্ট অ্যালার্জি (ধূলিকণা থেকে সৃষ্ট অ্যালার্জি) অনেকের একটি সাধারণ সমস্যা, যা জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। সঠিক লাইফস্টাইল এবং কিছু স্মার্ট অভ্যাস আপনার অ্যালার্জিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক ডাস্ট অ্যালার্জির সঙ্গে মোকাবিলা করার কার্যকরী কৌশলগুলি।

আপনার ঘর কি আপনার জন্য নিরাপদ আশ্রয়, নাকি লুকিয়ে থাকা ধুলোর সাম্রাজ্য? ডাস্ট অ্যালার্জি (ধূলিকণা থেকে সৃষ্ট অ্যালার্জি) অনেকের একটি সাধারণ সমস্যা, যা জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। ক্রমাগত হাঁচি, সর্দি, চোখ চুলকানো বা শ্বাসকষ্টএই সবই হতে পারে আপনার ঘরের ভেতরে থাকা অদৃশ্য ধূলিকণার কারসাজি। তবে চিন্তার কিছু নেই। সঠিক লাইফস্টাইল এবং কিছু স্মার্ট অভ্যাস আপনার অ্যালার্জিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক ডাস্ট অ্যালার্জির সঙ্গে মোকাবিলা করার কার্যকরী কৌশলগুলি। যে কারও ঘরকে বানান অ্যালার্জি-মুক্ত ডাস্ট অ্যালার্জির মূল কারণ হল ধুলোর মাইট । এই ক্ষুদ্র জীবগুলি গরম ও আর্দ পরিবেশে, বিশেষত বিছানাপত্রে জন্মায়। এদের নিয়ন্ত্রণ করাই হলোপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

১. বিছানাপত্রের বিশেষযত্ন:—কভার ব্যবহার করতে হবে। বালিশ, তোষক এবং লেপের উপর অ্যালার্জি-প্রুফ কভার ব্যবহার করুন। এই কভারগুলি মাইট এবং তাদের বর্জ্য পদার্থকে আটকে রাখে। এ ছাড়া প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার বিছানার চাদর, বালিশের কভার এবং কম্বল গরম জলে ধুয়ে নিন। ২. ঘরের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ:— ধুলোর মাইট আর্দতা ভালবাসে। আপনার ঘরের আর্দ্রতা ৫০ শতাংশ এর নিচে রাখার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে একটি (আর্দ্রতা শোষণকারী যন্ত্র) ব্যবহার করতে পারেন। ৩. কার্পেট এবং ভারী পর্দা এড়িয়ে চলুন:— কার্পেট, ভারী কম্বল বা ঘন পর্দা ধুলোর মাইট এবং অন্যান্য অ্যালার্জেনদের জন্য আদর্শ আবাস। সম্ভব হলে কার্পেট সরিয়ে শক্ত কাঠ, টাইলস বা লিনোলিয়ামের মেঝে ব্যবহার করুন। জানলায় সহজে ধোওয়া যায় এমন হালকা ব্লাইন্ড বা পর্দা ব্যবহার করুন। পরিচ্ছন্নতার স্মার্ট রুটিন— নিয়মিত ঘর পরিষ্কার করা জরুরি, কিন্তু সেই পরিচ্ছন্নতা হতে হবে সঠিক উপায়ে। সঠিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার:— সাধারণ ঝাড়ু ব্যবহার করলে ধুলো আরও বেশি বাতাসে ছড়ায়। এর পরিবর্তে ফিল্টার যুক্ত ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করতে পারেন। এটি সূক্ষ্ম ধূলিকণাকে শোষণ করে, যা অ্যালার্জির মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ভেজা কাপড় ব্যবহার:— আসবাবপত্র এবং অন্যান্য জিনিস মোছার জন্য শুকনো কাপড়ের পরিবর্তে ভেজা কাপড় বা মপ ব্যবহার করুন। এতে ধুলো বাতাসে ওড়ার সুযোগ পায় না।

মাস্ক পরুন:— যখন ঘর পরিষ্কার করবেন বা ভ্যাকুয়াম করবেন, তখন নাকে এবং মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন, যাতে অ্যালার্জেন সরাসরি আপনার শ্বাসনালীতে প্রবেশ না করতে পারে। পরিষ্কারের পর কমপক্ষে ২০ মিনিট ঘর থেকে দূরে থাকুন। বিশুদ্ধ বাতাসের দিকে নজর: বাড়ির ইনডোর বাতাসের গুণমান উন্নত করা অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘরে একটি এইচ ই পি এ ফিল্টার যুক্ত এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করুন। যা বাতাস থেকে পরাগ, ধুলোর মাইটের বর্জ্য এবং অন্যান্য অ্যালার্জেন ফিল্টার করে দেবে। এ ছাড়া ঘরের ভেতরের ডাস্টবিন নিয়মিত পরিষ্কার করুন এবং বাইরে রাখুন। ডাক্তারের পরামর্শ কখন নেবেন? যদি কেউ লক্ষ্য করেন যে লাইফস্টাইল পরিবর্তন করার সত্ত্বেও অ্যালার্জির উপসর্গগুলি মারাত্মক আকার ধারণ করছে, তা হলে একজন অ্যালার্জিস্ট বা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন। তাঁরা সঠিক পরীক্ষা করে প্রয়োজনমতো অ্যান্টিহিস্টামিন, নেজাল স্প্রে বা অ্যালার্জি শট এর মতো চিকিৎসা শুরু করতে পারেন। মনে রাখবেন, ডাস্ট অ্যালার্জি জীবনের একটি অংশ হতে পারে। কিন্তু আপনার জীবনযাত্রার নিয়ন্ত্রক হতে পারে না। সামান্য সচেতনতা এবং কিছু স্মার্ট পরিবর্তন আপনাকে দেবে একটি স্বচ্ছন্দ, হাঁচি-মুক্ত জীবন।

চিকেন ইন লেমন সস

অনেকে সপ্তাহান্তে বাড়িতে জমিয়ে রাঁধেন চিকেনের কিছু না কিছু পদ। রোজকার চিকেন কারি, চিকেনের ঝোল খেতে খেতে অনেকে সেই স্বাদ পছন্দ করেন না। তাই এই উইকেন্ডে বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারেন এক অন্য স্বাদের চিকেন।

অনেকেই প্রতিদিন চিকেন খান। চিকিৎসকরা জানান, তা খাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু পরিমাণের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। অনেকে আবার সপ্তাহান্তে বাড়িতে জমিয়ে রাঁধেন চিকেনের কিছু না কিছু পদ। রোজকার চিকেন কারি, চিকেনের ঝোল খেতে খেতে অনেকে সেই স্বাদ পছন্দ করেন না। তাই এই উইকেন্ডে বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারেন এক অন্য স্বাদের চিকেন। যদি আপনার পছন্দ হয় লেমন, তা হলে সেটি দিয়ে চিকেন রাঁধলে হাত চেটে খেতে পারবেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক, খুব সহজে বাড়িতে কীভাবে বানাবেন চিকেন ইন লেমন সস পদটি। চিকেন ইন লেমন সস বানানোর উপকরণ সেদ্ধ মুরগি ১ কেজি, পেঁয়াজ গোটা ১টি, তেজপাতা ১টি, সরষের তেল অল্প পরিমাণে, ময়দা ১ টেবিল চামচ, মুরগি সেদ্ধ জল ২৭৫ গ্রাম, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, ডিমের কুসুম ২টি, ক্রিম হাফ চামচ, টম্যাটো গোল আকারে কাটা সাজানোর জন্য, পার্সলে, শসা, মাখন ১০০ গ্রাম। প্রস্তুত প্রণালী— মুরগি টুকরো করে কেটে পেঁয়াজ

আর তেজপাতা দিয়ে ভাল করে সেদ্ধ করুন। সেদ্ধ হয়ে গেলে মুরগি আর জল (স্টক) আলাদা করে রাখতে হবে। এরপর মাখন গলিয়ে ময়দা আর মুরগি সেদ্ধ জল আস্তে আস্তে মিশিয়ে লেবুর রস যোগ করুন। এর মধ্যে ডিমের কুসুমের মধ্যে ক্রিম আস্তে আস্তে মিশিয়ে নিন। এর পর মিনিট পাঁচেক গরম করতে হবে। তারপর একটা পাত্রে তা ঢেলে ঠান্ডা করতে হবে। এরপর সেদ্ধ মুরগির ওপর ওই মিশ্রণ ঢেলে পার্সলে, শসা ও টম্যাটো সাজিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

চিকেন ইন লেমন সস এই রেসিপি গরম গরম ভাত বা রুটি বা বাটার নানের সঙ্গে এক্কেবারে জমে যায়।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরে শুক্রবার নব নিযুক্তদের অফার লেটার প্রদান করা হয়।

গোয়াদেলোপের সেন্ট-অ্যান-এ ক্রিসমাস উৎসবের প্রস্তুতি চলাকালে গাড়ির আঘাতে ১০ জন নিহত, ৯ জন আহত

নয়া দিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: ফরাসি ওভারসিজ অঞ্চল গোয়াদেলোপের সেন্ট-অ্যান শহরে শুক্রবার ক্রিসমাস উৎসবের প্রস্তুতির সময় একটি গাড়ি জনতার ওপর আঘাত করলে অন্তত ১০ জন নিহত ও ৯ জন আহত হয়েছে। স্থানীয় সম্প্রচার মাধ্যম রেডিও ক্যারিবেস ইন্টারন্যাশনাল (আরসিআই) জানিয়েছে, আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঘটনাটি ঘটেছে শোয়েলচার স্কোয়ারে, যা শহরের পৌরসভা ও গির্জার বিপরীতে অবস্থিত। সেখানে উৎসবের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যেই একটি তদন্ত শুরু করেছে, তবে দুর্ঘটনার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। সাক্ষীদের টদের বরাতে জানানো হয়েছে যে, চালক হয়তো একটি মেডিকেল জরুরি পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন, তবে কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত কোনো তথ্য দেয়নি। দুর্ঘটনার পর চালক ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

ফায়ারফাইটার, প্যারামেডিক এবং পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, এবং শহরের মেয়র একটি সংকট ইউনিট গঠন করে আহতদের এবং তাদের পরিবারের সহায়তার জন্য। কর্তৃপক্ষ এই ঘটনাকে "ভয়ানক ট্র্যাজেডি" হিসেবে বর্ণনা করেছে। গত বছর জার্মানির ম্যাগডেবুর্গে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে একটি গাড়ি ক্রিসমাস মার্কেটের ভিড়ে ঢুকে পড়ে, ২ জন নিহত এবং ৬৮ জন আহত হয়। ওই ঘটনার চালক, ৫০ বছর বয়সী এক সৌদি নাগরিক, যিনি ২০০৬ সাল থেকে জার্মানিতে বসবাস করছিলেন, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

ভারত এবং রাশিয়া ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১০০ বিলিয়ন ডলার করার লক্ষ্য ঘোষণা করেছে

নয়া দিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একযোগে ভারত-রাশিয়া বাণিজ্য ফোরামে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১০০ বিলিয়ন ডলার করার লক্ষ্য ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, সম্প্রতি দুই নেতার মধ্যে আলোচনা এবং উভয় দেশের মধ্যে সম্ভাবনার শক্তিশালী ভিত্তি এই লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করবে এবং এটি নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, 'ব্যবসার জন্য সহজ এবং পূর্বানুমেয় মেকানিজম তৈরি করা হচ্ছে,' এবং তিনি উল্লেখ করেন যে ভারত এবং ইউরেশিয়ান অর্থনৈতিক ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'যতটুকু ব্যবসা বা কূটনীতি, যে কোনো অংশীদারিত্বের ভিত্তি হল পারস্পরিক বিশ্বাস,' এবং তিনি আরও বলেন, ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের প্রকৃত শক্তি এই বিশ্বাসে নিহিত। এই বিশ্বাসই যৌথ প্রচেষ্টায় দিক এবং গতি প্রদান করে এবং নতুন স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার উত্থান ঘটায়।

প্রধানমন্ত্রী মোদি আরো বলেন, ভারত ও রাশিয়া এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তিনি আশাবাদী যে এটি নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জিত হবে। তিনি আরও বলেন যে শুল্ক ও অ-শুল্ক প্রতিবন্ধকতাগুলি কমানো হচ্ছে এবং এর পিছনে মূল শক্তি হলো ব্যবসায়ী নেতারা, যাদের উদ্যম, উদ্ভাবন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভারত ও রাশিয়ার যুগ্ম ভবিষ্যত গঠনে সহায়ক।

প্রধানমন্ত্রী মোদি উল্লেখ করেন, 'ভারত এবং রাশিয়া এখন এক নতুন যাত্রায় যাত্রা করছে, যেখানে উদ্ভাবন, সহ-উৎপাদন এবং সহ-সৃষ্টি হবে মূল লক্ষ্য।' তিনি বলেন, ভারত রাশিয়ার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোর জন্য টেকসই সমাধান তৈরি করতে প্রস্তুত।

প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেন, ভারত বিশ্বে দক্ষতা বৃদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে এবং ভারতের যুবসমাজ বৈশ্বিক চাহিদা পূরণের সক্ষমতা রাখে। তিনি আরও জানান, আজকের সামিটে ভারত এবং রাশিয়া দু''দেশের নাগরিকদের জন্য পর্যটন ভিসা সহজতর করার ব্যাপারে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা পর্যটন বৃদ্ধি, নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, 'দুটি দেশ একসাথে বৈদ্যুতিন যান, অটোমোটিভ উপকরণ এবং ওয়্যারলেস মবিলিটি প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে পারে, যা গ্লোবাল সাউথ, বিশেষ করে আফ্রিকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।'

সোনিয়া গান্ধীর তীব্র আক্রমণ: নেহরুর ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করার প্রচেষ্টা চলছে

নয়া দিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী ক্ষমতাসীন বিজেপির উপর তীব্র আক্রমণ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে বিজেপি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধে একটি "পদ্ধতিগত প্রচেষ্টা" চালাচ্ছে, যার উদ্দেশ্য নেহরুর ঐতিহ্যকে ধ্বংস করা এবং ইতিহাসকে নতুনভাবে লিখে ফেলা।

জওহর ভবনে "নেহরু সেন্টার ইন্ডিয়া" উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সোনিয়া গান্ধী বলেন, বিজেপির লক্ষ্য শুধু নেহরুকে ছোট করা নয়, বরং তার বহুমুখী অবদানকেও অস্বীকার করা। তিনি দাবি করেন, বিজেপি নেহরুর স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান এবং একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে তার নেতৃত্বের ভূমিকা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছে।

'এই প্রচেষ্টা একদিকে যেমন নেহরুকে একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে ছোট করার উদ্দেশ্য, তেমনি তার ঐতিহাসিক অবদানগুলোকে অস্বীকার করে আমাদের জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করার উদ্দেশ্য,' সোনিয়া গান্ধী বলেন।

তিনি আরও বলেন, যারা নেহরুর বিরুদ্ধে এই প্রচারণা চালাচ্ছে, তারা একটি এমন মতাদর্শের অনুসারী যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো ভূমিকা রাখেনি এবং সংবিধান প্রণয়নে কোনো অবদান রাখেনি। এরই মধ্যে বিজেপি-র প্রতিক্রিয়া এসেছে। বিজেপি দাবি করেছে, কংগ্রেস কখনোই নেহরুর প্রকৃত অবদান মূল্যায়ন করেনি, বরং শুধুমাত্র তার "ভুল" ঢাকতে চেষ্টা করেছে।

গান্ধী বলেন, 'নেহরু এখনও লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের জন্য আলোর মশাল হিসেবে কাজ করছেন। তার জীবনের ও কাজের বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা হওয়া স্বাভাবিক, তবে তা তার সময়ের প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্নভাবে নয়,' বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

সোনিয়া গান্ধী এই সময়ে আরও বলেন, 'যারা নেহরুকে কাল্পনিকভাবে আক্রমণ করছেন, তারা আসলে দেশকে বিভক্ত এবং দুর্বল করার লক্ষ্যে কাজ করছেন।'

এদিকে, নেহরুর বিরুদ্ধে এই বিতর্কের মধ্যেই, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের সম্প্রতি করা মন্তব্য, যেখানে তিনি দাবি করেন যে নেহরু বাবরি মসজিদ পুনর্নির্মাণের জন্য সরকারী তহবিল ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।

নির্মলা সীতারামন: কাস্টমস ডিউটি সিস্টেমের সংস্কার হবে পরবর্তী পদক্ষেপ

নয়া দিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন শনিবার বলেছেন, আগামীদিনে সরকারের পরবর্তী সংস্কারের লক্ষ্য কাস্টমস ডিউটি সিস্টেমের পুনর্গঠন। তিনি আরও বলেন, 'আমরা নিশ্চিত করেছি যে আয়কর আর কোনও কষ্টকর প্রক্রিয়া নয়,' এবং পূর্বে আয়কর ব্যবস্থাকে 'ট্যাক্স সন্ত্রাস' হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো।

একটি বেসরকারি গণমাধ্যম সংস্থার নেতৃত্ব শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সীতারামন বলেন, 'আগে বলা হতো আয়কর হার সমস্যার বিষয় নয়, বরং 'হ্যাঁ, আমরা আরও কম হারের দাবি করছি', কিন্তু সমস্যাটি ছিল ট্যাক্স প্রশাসন। প্রশাসনটি এতটা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল যে এর জন্য "ট্যাক্স সন্ত্রাস" কথাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।'তিনি জানান, বর্তমান সরকারের আমলে 'ফেসলেস' আয়কর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যা একটি সহজতর ও অনলাইন ভিত্তিক ব্যবস্থা। সীতারামন বলেন, 'এখন একই ধরনের সুবিধাগুলো কাস্টমসেও আনা হবে।' তিনি কাস্টমসের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে সরকারের অঙ্গীকারের কথা বলেন। এছাড়া, কাস্টমস সংক্রান্ত চোরাচালান এবং অবৈধ পণ্য চোরাচালানকে 'এখনও গুরুতর সমস্যা' হিসেবে চিহ্নিত করেন তিনি। তবে গত দুই বছরে কাস্টমস ডিউটি ধীরে ধীরে কমানো হয়েছে বলে জানান সীতারামন। তিনি আরও বলেন, 'কাস্টমস সিস্টেমই এখন আমাদের পরবর্তী বড় সংস্কার কার্যক্রম।'

নির্মলা সীতারামন, যিনি অর্থনীতির অধ্যয়ন করেছেন এবং জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের অধীনে ১১ বছর ধরে মন্ত্রিত্ব পালন করেছেন। ২০১৯ সালের পর থেকে তিনি অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কোভিড-১৯ মহামারির পর ভারতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ২০১৪ সালের পর তিনি বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন এবং ২০১৭ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন।

অমিত শাহের ঘোষণা: আগামী পাঁচ বছরে দুধ খামারিদের আয় ২০ শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্য

সানদর, ৬ ডিসেম্বর: আজ কেন্দ্রীয় গৃহ ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছেন যে, সরকার আগামী পাঁচ বছরে দুধ খামারিদের আয় ২০ শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

এর জন্য দুধ শিল্পে একটি সার্কুলার ইকোনমি মডেল বাস্তবায়ন করা হবে।

মন্ত্রীর এই ঘোষণা সানদর, গুজরাটে এক জনসভায় দেওয়া হয়, যেখানে তিনি বানাস ডেইরির একটি বায়ো-সিএনজি এবং সার প্ল্যান্ট উদ্বোধন করেন এবং বানাস ডেইরির একটি অত্যাধুনিক ১৫০ টিপিডি মিল্ক পাউডার ও বেবি ফুড প্ল্যান্টের ভূমিপূজন করেন।

মন্ত্রী বানাস ডেইরির সার্কুলার ইকোনমি মডেলের সফল বাস্তবায়ন তুলে ধরে বলেন, 'সরকার এই মডেলটি সারা দেশে সমস্ত ডেইরি সেক্টরে বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করছে।'

অমিত শাহ হোয়াইট রেভ্যুলেশন ২.০ সফল করার জন্য চারটি প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন: জাতীয় গোকুল মিশন, প্রাণী পালন অবকাঠামো, জাতীয় প্রাণী রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, এবং নতুনভাবে উন্নীত দুধ উন্নয়ন কার্যক্রম।

মন্ত্রী জানান, বর্তমানে সংসদ সদস্যদের একটি প্রতিনিধি দল বানাস ডেইরির প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনা করতে সেখানে সফর করছে।

আজকের কর্মসূচির পর, অমিত শাহ বানাস ডেইরির ৩য় সংসদীয় পরামর্শক কমিটির বৈঠকটি সভাপতিত্ব করবেন। পরে তিনি আগথালায় নতুন বায়ো-সিএনজি এবং সার প্ল্যান্ট পরিদর্শন করবেন এবং মহিলা দুধ উৎপাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এছাড়া, তিনি পশুসম্পদ উন্নয়ন উদ্যোগগুলি পর্যালোচনা করবেন এবং প্যালানপুর, বানাসকান্তায় তেল শোধনাগার, আটা এবং মধু প্ল্যান্টের সুবিধাগুলি পরিদর্শন করবেন।

দিল্লি বিমানবন্দরে ফ্লাইট অপারেশন স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে, তবে কিছু ফ্লাইটে ব্যাঘাত অব্যাহত

নয়া দিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: দিল্লি বিমানবন্দরে ফ্লাইট অপারেশন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে, কিন্তু সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ব্যাঘাতের কারণে কিছু ইন্ডিগো ফ্লাইট এখনও প্রভাবিত হচ্ছে। দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তিতে যাত্রীদের জানায় যে, তারা যেন বিমানবন্দরে পৌঁছানোর আগে তাদের ফ্লাইটের সর্বশেষ স্ট্যাটাস চেক করেন, যাতে যাত্রীরা কোনও অস্বস্তিতে না পড়েন। কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, তারা সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করছে যাতে যাত্রীদের জন্য ফ্লাইট অপারেশনস মসৃণ করা যায়।ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর একটি যাত্রী বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায় যে, ইন্ডিগো ফ্লাইট অপারেশন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। এর আগে, শুক্রবার ১,০০০টিরও বেশি ফ্লাইট বাতিল এবং বৃহস্পতিবার ৫৫০টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছিল। গত চার দিন ধরে ইন্ডিগো বিমান সংস্থা ব্যাপক অপারেশনাল সমস্যায় জর্জরিত ছিল, যার কারণে দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে হাজারো ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

শনিবার, ইন্ডিগো বিমান সংস্থার ফ্লাইট বাতিলের কারণে ত্থ্ন্ন্ড্দ্মক্ষ্ম ষ্ট্দ্রদ্ব্র্ন চলতে থাকে, এবং বিষয়টি নিয়ে একটি পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়েছে। পিটিশনে প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে, যাতে যাত্রীদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

দিল্লি বিমানবন্দর এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায় যে, ফ্লাইট অপারেশন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে এবং যাত্রীদের তাদের ফ্লাইটের স্ট্যাটাস আগে থেকেই চেক করার পরামর্শ দেয়। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, 'আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ইন্ডিগোর ফ্লাইট অপারেশন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে এবং গতকাল রাতে সমস্ত ডোমেস্টিক ফ্লাইট বাতিল হয়ে গিয়েছিল। অনুগ্রহ করে বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে আপনার ফ্লাইটের স্ট্যাটাস চেক করুন।'

ইন্ডিগো সিইও পিটার এলবার্স জানান, ৫ ডিসেম্বর ছিল সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত দিন, যখন ১,০০০টিরও বেশি ফ্লাইট বাতিল হয়। তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের যাত্রীদের জন্য এই অসুবিধার জন্য আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আশা করছি ১০-১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে অপারেশন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু ইন্ডিগোর অপারেশনাল বিশৃঙ্খলাকে বিমানের ক্রু ম্যানেজমেন্ট এবং ডিজিসিএ'র নতুন ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন বিধির প্রতি অবহেলা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া যায়।

যদিও দিল্লি বিমানবন্দরে অপারেশন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে, তবে দেশের অন্যান্য বিমানবন্দরে ইন্ডিগো ফ্লাইট বাতিলের ঘটনা চলতে থাকে। শনিবার সকালে দিল্লি বিমানবন্দরে ৮৬টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে, মুম্বাইয়ে ১০৯টি, বেঙ্গালুরুতে ১২০টি, হায়দ্রাবাদে ৬৯টি এবং পুনেতে ৪২টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

কেরালার তিরুঅনন্তপুরম বিমানবন্দরে ৩টি ডোমেস্টিক আগমন এবং ৩টি প্রস্থান বাতিল করা হয়। এছাড়া, আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে ৬ ডিসেম্বর রাত ১২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত ৭টি আগমন এবং ১২টি প্রস্থান বাতিল হয়েছে, এবং চেন্নাই বিমানবন্দরে সকাল ৯টা পর্যন্ত ২৯টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

ফ্লাইট বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রীদের সুবিধার্থে ৩৭টি ট্রেনে অতিরিক্ত ১১৬টি কোচ সংযুক্ত করেছে ভারতীয় রেলওয়ে

নয়া দিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: বিমান পরিবহণের ব্যাপক বাতিলের কারণে যাত্রীদের সড়কপথে চাপ কমাতে ৩৭টি ট্রেনে অতিরিক্ত ১১৬টি কোচ সংযুক্ত করেছে ভারতীয় রেলওয়ে। রেল মন্ত্রক জানিয়েছে, এই অতিরিক্ত কোচ ১১৪টি যাত্রায় চলবে এবং যাত্রীদের ভিড় কমাতে সাহায্য করবে, যারা রেলপথে যাতায়াতের জন্য সরে এসেছেন ।দক্ষিণ রেলওয়ে সবচেয়ে বেশি কোচ যোগ করেছে, ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৮টি ট্রেনে অতিরিক্ত চেয়ার কার এবং স্লিপার কোচ সংযুক্ত করা হয়েছে। উত্তর রেলওয়ে ৮টি ট্রেনে অতিরিক্ত ৩এসি এবং চেয়ার কার কোচ যোগ করেছে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদার রুটে। পশ্চিম রেলওয়ে ৬ ডিসেম্বর থেকে ৪টি সার্ভিসে অতিরিক্ত ২এসি এবং ৩এসি কোচ যুক্ত করেছে।

ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে রাজেন্দ্রনগর-নতুন দিল্লি রুটে ৬ থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচটি যাত্রায় অতিরিক্ত ২এসি কোচ সংযুক্ত করেছে। পূর্ব উপকূল রেলওয়ে ভুবনেশ্বর-নতুন দিল্লি সার্ভিসে ২এসি কোচ যোগ করেছে। পূর্ব রেলওয়ে ৭ এবং ৮ ডিসেম্বর তিনটি ট্রেনে অতিরিক্ত স্লিপার কোচ সংযুক্ত করেছে, এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৬ থেকে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত দুটি ট্রেনে অতিরিক্ত ৩এসি এবং স্লিপার কোচ যোগ করেছে।

এই অতিরিক্ত চাপ মোকাবিলা করতে, ভারতীয় রেলওয়ে ৪টি বিশেষ ট্রেনও চালু করেছে, যার মধ্যে গোরক্ষপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল স্পেশাল, নতুন দিল্লি-শহীদ ক্যাপ্টেন তুষার মাহাজন ভাণ্ডে ভারত স্পেশাল, নতুন দিল্লি-মুম্বই সেন্ট্রাল সুপারফাস্ট স্পেশাল এবং একক যাত্রার হাজরত নিজামুদ্দিন-থিরুবনন্তপুরম সুপারফাস্ট স্পেশাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

রেলওয়ে জানিয়েছে, এই পদক্ষেপগুলি মূলত যাত্রীদের অসুবিধা কমানো এবং বিমানযাত্রার ওপর চাপ কমাতে গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে সুসংহত সংযোগতা বজায় রাখা যায় এবং অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করা যায়।

আন্তঃ নির্ভরশীলতা

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, আমাদের সমাজ এবং অর্থনীতি এখন এতটাই পরস্পর যুক্ত যে, আমরা একা এগিয়ে যেতে পারি না। আমরা চাই এই পারস্পরিক নির্ভরতা আরও দৃঢ় হোক এবং নতুন সুযোগ সৃষ্টি করুক। মৈত্রী দিবস সম্পর্কে বর্মা বলেন, এটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সংস্কৃতি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহমর্মিতা এসবের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক গভীর।

পরীক্ষা পে চর্চার নবম সংস্করণের আগে "মাইগভ" পোর্টালে জাতীয় প্রতিযোগিতা শুরু

নয়া দিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশেষ ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রোগ্রাম পরীক্ষা পে চর্চা এর নবম সংস্করণ উপলক্ষে মাইগভ পোর্টালে একটি জাতীয় প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এই প্রতিযোগিতাটি অনলাইনে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন-ভিত্তিক হবে এবং আগামী ১১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা। সমস্ত নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীরা যদি প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ করেন, তাহলে মাইগভ থেকে একটি অংশগ্রহণ সার্টিফিকেট পাবেন।

পরীক্ষা পে চর্চা আগামী জানুয়ারি ২০২৬-এ অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ভারতে এবং বিদেশে অবস্থানরত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে পরীক্ষার চাপ নিয়ে আলোচনা করবেন এবং পরীক্ষাকে এক উৎসব হিসেবে উদযাপন করবেন, যা জীবনযাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

২০২৫ সালে পরীক্ষা পে চর্চা গিনেস ওয়ার্ল রেকর্ডে একটি চমকপ্রদ অর্জন করেছে, যেখানে ২৪৫টিরও বেশি দেশ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা, ১৫৩টি দেশ থেকে শিক্ষকরা এবং ১৪৯টি দেশ থেকে অভিভাবকরা অংশ নিয়েছিলেন। প্রোগ্রামটি তার অতুলনীয় বৃদ্ধির সাক্ষী হয়েছে, যেখানে ২০১৮ সালের প্রথম সংস্করণে ২২ হাজারেরও কম অংশগ্রহণকারী ছিল, যা ২০২৫ সালে ৮ম সংস্করণে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৫৬ কোটি নিবন্ধনে।

বিএসএফের ধাওয়ায় বন্ধ

● প্রথম পাতার পর

করেছে। বিএসএফ যখন গাড়িটিকে থামার নির্দেশ দেয়, তখন গাড়িটি পালিয়ে আসে এবং ঘটনাটি ঘটে।

এদিকে পরিস্থিতি শান্ত রাখতে বাজার এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

সীমান্তে উচ্চ

● প্রথম পাতার পর

কৃষি জমি একেবারে পতিত হয়ে যাবে। টাকা খরচ করে, শারীরিক পরিশ্রম করে কৃষিকাজ করি, কিন্তু যদি ফলন না হয়, তাহলে আমাদের জন্য তা কী লাভ?এমন প্রশ্ন তুলছেন তারা।

এখন তারা সরকারের কাছে, বিশেষ করে মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর কাছে এই সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, যাতে দ্রুত কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

দশমীঘাট এলাকায় যুবকদের

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় সঞ্জীব দেবনাথ ও নন্দু আজ পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে এবং দুষ্কৃতকারীদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এই ঘটনায় উদ্বেগ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই স্থানীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন।

পশ্চিম থানার পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণের চাপে মহিলার

● প্রথম পাতার পর

থানার পুলিশ অফিসার প্রতিভা সিনহা জানান যে, বিভিন্ন মাইক্রোফাইনান্স সংস্থা থেকে ঋন নিয়ে ঋন ঘুরিয়ে দিতে না পেরে অঞ্জনা মালাকার মারা গেছেন। তবে, গ্রামবাসী সূত্রে জানা যায় যে, গ্রামে কিংবা পার্শ্ববর্তী এলাকায় কাজকর্ম না পাবার ফলে মাইক্রোফাইনান্স সংস্থা থেকে ঋন নিয়েছিলেন অঞ্জনা মালাকার। বিভিন্ন সময়ে বন্ধন এবং ভারত সহ মোট তিনটি মাইক্রোফাইনান্স সংস্থা থেকে ঋন নিয়েছিলেন অঞ্জনা দেবী। যখন মাঝেমধ্যে কাজ জুটতো তখন ঋনের কিস্তি দিতেন। আর, যখন কাজ জুটতো না তখন ঋনের কিস্তি দিতে পারতেন না অঞ্জনা দেবী। দীর্ঘদিন ধরে অঞ্জনা দেবী কিংবা স্বামী পরিমল মালাকার কোনো ধরনের কাজ পাচ্ছিলেন না। অন্যদিকে মাইক্রোফাইনান্স সংস্থার কর্মীরা বাড়িতে গিয়ে ক্রমাগত ঋনের কিস্তির জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। কোনো উপায় না পেয়ে অঞ্জনা দেবী বাড়ির পাশের জঙ্গলে গিয়ে গাছে উঠে গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তবে,পাঁচ ডিসেম্বর শুক্রবার বিকেল চারটা থেকে অঞ্জনা মালাকার নিজ বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিলেন।

শুক্রবার গ্রামের অন্যান্য বাড়ি সহ নিজ আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে খোঁজ করেছিলেন স্বামী পরিমল মালাকার। ছয় ডিসেম্বর সকাল দশটা নাগাদ গ্রামবাসীরা হঠাৎ দেখতে পান যে, বাড়ির পাশের জঙ্গলের গাছের মধ্যে ঝুলে রয়েছে অঞ্জনা মালাকার। সাথে সাথেই কৈলাসহর মহিলা থানায় খবর দেয় গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ গাছ থেকে নামায়। পরবর্তী সময়ে মৃতদেহের ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ।

সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে

● প্রথম পাতার পর

প্ররোচিত করছে তাদের জন্য এখনো ভারতীয় জনতা পার্টির দরজা খোলা আছে। আমি তাদের সকলকে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে সামিল হওয়ার আহ্বান করছি। কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির গ্রাফ ক্রমশ ঊর্ধমুখী।

সভায় বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এখন উত্তর পূর্বাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগে অনেকে উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকে গিয়েছিল। বিশেষ করে জনজাতি অংশের কিছু মানুষ। কারণ তারা বুঝতে পারছিল না যে তাদের প্রকৃত অভিভাবক কে? নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কিছু ব্যক্তি তাদের ভুলপথে পরিচালিত করেছে। আজ উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রায় ১১/১২টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এখনো চেষ্টা চলছে দেশকে কিভাবে দুর্বল করা যায়। সেভাবে রাজ্যকেও দুর্বল করার চেষ্টা হচ্ছে। আর বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এখন ত্রিপুরায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা বিশ্বাসের পার্টি হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার জনজাতি অংশের মানুষের কিভাবে আরো উন্নয়ন করা যায় সেই দিশায় কাজ করছে। কিন্তু এসবের মধ্যেও অনেকে ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঐকান্তিক প্রয়াসে রাজ্যের জনজাতি অংশের ৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে পরপর পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হয়েছে। যেটা আগে কোনদিন শুনা যায় নি। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সুযোগ্য সন্তান জিষ্ণু দেববর্মাকে তেলেঙ্গানার মতো বড় রাজ্যের রাজ্যপাল করা হয়েছে। আমাদের সরকার আসার পর আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে আগরতলা এয়ারপোর্ট উৎসর্গ করা হয়েছে। সংগ্রঙমা পুজোর দিনটিকে রেস্ট্রিক্টেড হলিডে হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। গড়িয়া পুজোতে একদিন থেকে বাড়িয়ে দুদিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিন এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, পশ্চিম জেলার সদর গ্রামীণের সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, জনজাতি মোর্চার সহ সভাপতি মঙ্গল দেববর্মা, লেফুঙ্গা আরডি ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যান রনবীর দেববর্মা সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব ও কার্যকর্তাগণ। এই সভায় ১০৭টি পরিবার থেকে ৩১২ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে সামিল হন। তাদেরকে দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করে নেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রকের কড়া নির্দেশ, অতিরিক্ত বিমান ভাড়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ

নয়া দিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রক তার নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা ব্যবহার করে সমস্ত প্রভাবিত রুটে ভাড়া সঠিক এবং যুক্তিসঙ্গত রাখার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে, যাতে যাত্রীদের কোনো ধরনের সুযোগসন্ধানী মূল্য নির্ধারণের কবলে পড়তে না হয়।

কিছু এয়ারলাইন্সের অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ বিমান ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে, মন্ত্রক সকল এয়ারলাইন্সকে একটি সরকারি নির্দেশনা জারি করেছে, যা বর্তমানে নির্ধারিত ভাড়া সীমানা কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য বাধ্য করবে। মন্ত্রক জানিয়েছে, এই ভাড়া সীমানা তখন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে, যতদিন না পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে স্থিতিশীল হয়।

এই নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য হল, বাজারে মূল্য শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বিপদগ্রস্ত যাত্রীদের শোষণ রোধ করা, এবং যারা তাড়াতাড়ি ভ্রমণ করতে চান, যেমন প্রবীণ নাগরিক, ছাত্র, এবং রোগী, তাদের জন্য উপযুক্ত ভাড়া নিশ্চিত করা।

মন্ত্রক জানিয়েছে, এটি বাস্তব সময়ে ভাড়া স্তরের উপর নজরদারি অব্যাহত রাখবে এবং এয়ারলাইন্স ও অনলাইন ট্রাভেল প্ল্যাটফর্মগুলির সঙ্গে সক্রিয় সমন্বয় করবে। মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, নির্ধারিত মানদণ্ড থেকে কোনোভাবেই বিচ্যুতি ঘটলে তা তাতণিকভাবে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যা বৃহত্তর জনগণের স্বার্থে প্রয়োজনীয়।

নাগরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে, ইন্ডিগোকে বাতিল ও বিঘ্নিত ফ্লাইটের যাত্রীদের সম্পূর্ণ ফেরত দিতে বলা হল

নয়া দিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: নাগরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রণালয় ইন্ডিগো এয়ারলাইনসকে চলমান অপারেশনাল সঙ্কটের কারণে বাতিল এবং বিঘ্নিত ফ্লাইটের জন্য যাত্রীদের বকেয়া ফেরত অবিলম্বে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছে। শনিবার জারি করা এক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সংস্থাটি ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৮:০০ টার মধ্যে সমস্ত প্রভাবিত যাত্রীদের ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

এছাড়া, বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যাত্রীদের ভ্রমণ পরিকল্পনায় প্রভাব পড়ার কারণে তাদের কাছ থেকে কোনো রিসিডিউলিং চার্জ গ্রহণ করা যাবে না।

মন্ত্রণালয় সতর্ক করে দিয়েছে যে, ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কোনো ধরনের দেরি বা অমান্যতা ঘটলে তৎকালীন নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

যাত্রীদের অভিযোগ দ্রুত সমাধানের জন্য ইন্ডিগোকে একটি বিশেষ "যাত্রী সহায়তা ও ফেরত সেল" গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই সেলগুলো প্রভাবিত যাত্রীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে ফেরত প্রক্রিয়া এবং বিকল্প যাত্রা ব্যবস্থা সম্পন্ন করবে, যাতে বারবার ফলো-আপের প্রয়োজন না হয়। স্বয়ংক্রিয় ফেরত ব্যবস্থা চলতে থাকবে যতক্ষণ না সেবা পূর্ণাঙ্গভাবে স্থিতিশীল হয়।

নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, যেসব যাত্রীর ব্যাগেজ বাতিল বা বিলম্বিত ফ্লাইটের কারণে তাদের কাছ থেকে আলাদা হয়েছে, সেগুলো তাদের বাড়ি বা পছন্দসই ঠিকানায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছাতে হবে। ইন্ডিগোকে ব্যাগেজ ট্র্যাকিং ও ডেলিভারি সময়সীমা নিয়ে স্বচ্ছ যোগাযোগ বজায় রাখতে বলা হয়েছে এবং যাত্রী অধিকার বিধি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয়েছে। যাত্রীদের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে মন্ত্রণালয় কঠোর তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। প্রবীণ নাগরিক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ছাত্র, চিকিৎসাধীন যাত্রী ও যাদের বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় বিমানবন্দর, বিমান সংস্থা এবং অন্যান্য অপারেশনাল সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয়ে কাজ করে, দ্রুত সেবার স্বাভাবিক কার্যক্রম পুনঃস্থাপনের জন্য মনিটরিং করছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ড. বি. আর. আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবসে এবিভিপির উদ্যোগে কৈলাসহর কলেজে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ ডিসেম্বর : ড. বি. আর. আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আজ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর উদ্যোগে কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ শিবিরে ছাত্র—ছাত্রীসহ মোট ৩১ জন স্বেচ্ছাসেবক রক্তদান করেন, যা অনুষ্ঠানকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন এবিভিপির নগর শাখার সভাপতি প্রফেসর শ্রীমতি শান্তশ্রী মজুমদার, জেলার জেলা সংযোজক আয়ুষ দেব, কৈলাসহর নগর শাখার সহ-সভাপতি প্রফেসর সুমন দাস, জেলা কার্যকর্তা অনুপ মজুমদার, কৈলাসহর ব্লাড অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনুপম পালসহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

ড. আম্বেদকরের আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ স্মরণে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরকে ঘিরে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় কলেজ ক্যাম্পাসে।

বাম-মথা সমর্থিত ১৪ পরিবারের ৬১ ভোটার পদ্মবনে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর : আজ পড়ন্ত বিকেলে পদ্মবনে আস্থা রাখলেন বাম—মথা সমর্থিত ১৪ পরিবারের মোট ৬১ ভোটার। তাঁদের বিজেপিতে যোগদানের উপলক্ষে খোয়াই জেলার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় নবীন বরণ কর্মসূচি।

গেরুয়াবনে নিজেদের আস্থা প্রকাশ করতে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট সব ভোটার। এ উপলক্ষে জেলা কার্যালয় ভবনে উপস্থিত ছিলেন শাসক দলের জনজাতি মোর্চার নেতা এবং প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। নতুন সদস্যদের দলের পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান তিনি।

নতুন সদস্যদের যোগদানকে সামনে রেখে তিনি বলেন, এডিসি নির্বাচনে বিজেপি আরও শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছাবে এবং উপজাতি এলাকায় উন্নয়নের রাজনীতি অব্যাহত রাখবে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার চায় প্রত্যেক মহিলা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর হোক: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর: পানিসাগর মোটরস্ট্যান্ড প্রাঙ্গণে গতকাল শারদ সম্মান ২০২৫ এবং তিনদিনব্যাপী স্বসহায়ক দলের মেলা ও প্রদর্শনীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার চায় প্রত্যেক মহিলা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর হোক। রাজ্যে মহিলাদের আত্মনির্ভর করতে স্বসহায়ক দল গঠন করা হচ্ছে। তাদের উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। পাশাপাশি স্বসহায়ক দলের মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তারা যেন গুণমান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি করতে পারেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী সম্প্রতি চালু হওয়া শ্রমকোডের সুবিধাগুলি নিয়েও আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস, পানিসাগর মহকুমা মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক যাদবলাল নাথ, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন ধনঞ্জয় দেবনাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিবেকানন্দ দাস, নিরুপম দে, ধনঞ্জয় দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এবছর দুর্গোৎসব সুন্দর ও সফলভাবে আয়োজন করার জন্য পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত এলাকার তিনটি পুজা কমিটিকে সুদৃশ্য ট্রফি এবং আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করা হয়। অতিথিগণ পুজা কমিটির প্রতিনিধিদের হাতে ট্রফি ও অর্থ তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হয়।

বক্সনগর হাসপাতালে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার দাবি সাধারণ মানুষের

বক্সনগর, ৬ ডিসেম্বর : প্রাচীনতম চিকিৎসা শাস্ত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম আয়ুর্বেদ। সভ্যতার আদিম সময় থেকে চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত এই শাস্ত্র এখনো মানুষকে সুস্থ ও সবল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ড. ভাস্কর পাল জানান, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে শরীর, মন, আত্মা এবং পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা। যখন এই ভারসাম্য নষ্ট হয়, তখন শরীরে রোগ বাসা বাঁধে। আয়ুর্বেদ মূলত এই ভারসাম্য ফিরিয়ে এনে রোগ নিরাময় এবং প্রতিরোধে সহায়তা করে।

ড. পাল আরো জানান, আয়ুর্বেদের এই চিকিৎসা শাস্ত্র প্রায় ৫০০০ বছর পুরনো, এবং ভারত সরকার বর্তমানে আয়ুর্বেদকে বিশ্বব্যাপী একটি সফল চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে প্রচার করছে। তবে বক্সনগর হাসপাতালে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পরিষেবার সংকট এখনো অনেক রয়েছে।

বক্সনগর হাসপাতালের আয়ুর্বেদ বিভাগে প্রতিদিন প্রায় শতাধিক রোগী হোমিওপ্যাথিক, এলোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা গ্রহণ করেন, তবে রোগীদের অভিযোগ, কাঠামোগত সমস্যা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাবে অনেক রোগী সঠিক সময়ে চিকিৎসা পান না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করলেও, কিছু কাঠামোগত সমস্যা এবং সময়মতো আয়ুর্বেদ চিকিৎসক না থাকায় রোগীদের সঠিক সেবা পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ছে।

বক্সনগরের মধ্য এলাকার বাসিন্দা হিরনা বেগম বলেন, মুখের ঘা নিয়ে আমি অনেকদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিলাম। অনেক চিকিৎসা করেও কোনো লাভ হয়নি। তবে যখন আমি আয়ুর্বেদ চিকিৎসা গ্রহণ করি, তখন এক সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাই। এখন আমি আরও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা আয়ুর্বেদের মাধ্যমে নিচ্ছি।

এছাড়া, কলম চৌড়ার খোকন মিয়া বলেন, আমার পরিবার এবং আমি বক্সনগর হাসপাতাল থেকে গ্যাস, বদহজম, পেটের সমস্যা, সর্দি-কাশির চিকিৎসা নিয়েছি এবং অনেক ভালো ফল পেয়েছি। তবে সমস্যা একটাই, ডাক্তারবাবু সপ্তাহে মাত্র তিন দিন আসেন। আমাদের মতে, যদি আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পরিসর বৃদ্ধি করা যায় এবং পঞ্চকর্ম চালু করা যায়, তাহলে আরও অনেক রোগী উপকৃত হতে পারে।

তারা আরও জানান, পঞ্চকর্ম চিকিৎসা, যেমন স্নেহন, সেধন, ভবম, বিবেচন, রক্ত মোক্ষম, এসব প্রক্রিয়া চালু করলে রোগীরা কম খরচে উন্নত চিকিৎসা পাবেন। বিশেষ করে নিউরোলজি, বাত, হাড়ের সমস্যা ও স্নায়ু গঠিত রোগের জন্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসা অত্যন্ত কার্যকরী হতে পারে।

অতএব, বক্সনগর এলাকার সাধারণ মানুষ সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছেন, তাদের এই সমস্যাগুলোর প্রতি নজর দেওয়ার জন্য এবং বক্সনগর হাসপাতালের আয়ুর্বেদ বিভাগে পঞ্চকর্ম চালু করার জন্য। তারা আরো বলেন, আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পরিসর বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত ডাক্তারবাবু নিয়োগ এবং প্রচার কার্যক্রম বৃদ্ধি করা দরকার।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রেস ক্লাবের ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট জমজমাট : স্বরূপা, শুভঙ্কর সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের স্পোর্টস কমিটি-র উদ্যোগে আয়োজিত স্পোর্টস ফেস্ট-এর ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট গত বছরগুলোর মতোই এবারও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এনএসআরসিসি-র ব্যাডমিন্টন হল-এ আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় সাংবাদিক এবং ক্লাব সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়।

টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার। তিনি খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন এবং সাংবাদিকদের দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক সতেজতা বজায় রাখার জন্য খেলার গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে জয়েন্ট সেক্রেটারি তথা স্পোর্টস কমিটির কনভেনর অভিষেক দে, জয়েন্ট কনভেনর তথা সিনিয়র সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ, কার্যকরী সদস্য মিহির লাল সরকার, সন্তোষ গোপ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শেষে মূল পর্ব অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর টুর্নামেন্টের ফাইনাল রাউন্ডও অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষ সিঙ্গেল, পুরুষ ডাবলস, মহিলা সিঙ্গেল এবং মহিলা ডাবলস এই চারটি বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত ফলাফল:

পুরুষ সিঙ্গল-এ চ্যাম্পিয়ন শুভঙ্কর দাস

রানার আপ সন্তোষ গোপে

৩য় স্থান কৌশিক সমাজপতি

পুরুষ ডাবলস: চ্যাম্পিয়ন: সন্তোষ গোপ ও অঞ্জন দেব;

রানার আপ শুভঙ্কর দাস ও প্রসেনজিৎ সাহা। ৩য় স্থান কৌশিক সমাজপতি ও প্রণব শীল; মহিলা সিঙ্গেল চ্যাম্পিয়ন স্বরূপা নাহা,

রানার আপ, শতাব্দী দেবনাথ, ৩য় স্থান তাপসী রায়। মহিলা ডাবলসচ্যাম্পিয়ন শতাব্দী দেবনাথ ও তাপসী রায়। রানার আপ স্বরূপা নাহা ও চন্দ্রিমা সিরকার। উল্লেখ্য ১৪ ডিসেম্বর ক্লাবের বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় টি-রেরা রেটিং দাবা টুর্নামেন্ট শুরু, শীর্ষে ৩৪ জন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শীর্ষে রয়েছে ৩৪ জন দাবাড়ু। দ্বিতীয় বর্ষ টি-রেরা আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায়। শনিবার থেকে শুরু হয় আসর। এন এস আর সি সি-র যোগা হল ঘরে অনুষ্ঠিত আসরে অংশ নিয়েছে ১৬১ জন দাবাড়ু। বিমান বিভ্রাটের জন্য ভিন রাজ্যের বেশ কয়েকজন দাবাড়ু আসরে অংশ নিতে পারেনি। এদিন সকালে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ, কার্যকরী সভাপতি প্রশান্ত কুন্ডু প্রমুখ। প্রথম দিনে হয় দুই রাউন্ডের খেলা। দুই রাউন্ড শেষে ইন্দ্রজিৎ মহিন্দ্র কর, নাইয়াকিয়া বিশ্বাস, ইফতেকার আলম মজুমদার, রুপম মুখার্জি, কৌশল সরকার, বাপু দেববর্মা, রচিষ্ণু দত্ত, অঙ্কিতা সরকার, দেবলীনা কুন্ডু, জ্যোতির দীপ্ত যাদব, সানু দাস, দেবতীর্থ দাস, দীপক চৌহান, অঙ্কিত দাস, শাক্য সিনহা মোদক, অগ্রজিৎ পাল, রাজবীর আহমেদ, অনুরাগ ভট্টাচার্য, দেবময় বর্মন সহ বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান দাবাড়ু ২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন। রবিবার আসরের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাউন্ডের খেলা হবে। খেলা পরিচালনা করছেন পান্না আহমেদ।

টি-২০ সিরিজে গিলকে খেলার ছাড়পত্র বোর্ডের চিকিৎসকদের

নয়াদিল্লি।। স্বস্তিতে শুভমন গিল। স্বস্তিতে ভারতীয় সমর্থকেরাও। শুভমনকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে রাখলেও তাঁর খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। অবশেষে সেই ধোঁয়াশা কাটল। শুভমনকে খেলার অনুমতি দিয়েছেন বোর্ডের চিকিৎসকেরা। ভারতের দল ঘোষণার সময় শুভমনকে রাখা হয়েছিল। তিনি ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়ক। শুভমনকে দলে রাখলেও বলা হয়েছিল, চিকিৎসকেরা ছাড়পত্র দিলে তবেই খেলতে পারবেন তিনি। সেই ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে।

বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রয়েছেন শুভমন। সেখানকার এক আধিকারিক সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, "সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে শুভমন নিজের রিহ্যাব ভাল ভাবে করেছে। তিনটে ফরম্যাটে খেলার জন্য যে যোগ্যতামান প্রয়োজন, তা ও পূর্ণ করেছে। তাই ওকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" বোর্ডের ফিজিয়ো কমলেশ জৈন, স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ আদ্রিয়ান লে রু ও স্পোর্টস ডিরেক্টর ডক্টপ চার্লসের অধীনে ছিলেন শুভমন। তাঁরাই সব খতিয়ে দেখে তাঁকে খেলা অনুমতি দিয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইডেনে প্রথম টেস্টের সময় ঘাড়ে ব্যথা পেয়েছিলেন শুভমন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। তার পর থেকে মাঠের বাইরে শুভমন। প্রথম টেস্টের বাকিটা ও গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারেননি শুভমন। তাঁর বদলে টেস্টে অধিনায়কত্ব করেন ঋষভ পন্থ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজেও খেলতে পারেননি শুভমন। তাঁর বদলে নেতৃত্ব সামলেছেন লোকেশ রাহুল। তবে টি-টোয়েন্টি সিরিজে তিনি ফিরছেন। জানিয়ে দিয়েছে বোর্ড।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলবে ভারত। ৯ ডিসেম্বর কটকে প্রথম ম্যাচ। ১১ ডিসেম্বর চণ্ডীগড়, ১৪ ডিসেম্বর ধর্মশালা, ১৭ ডিসেম্বর লখনউ ও ১৯ ডিসেম্বর অহমদাবাদে হবে পরের চারটি ম্যাচ

মুস্তাক আলী টি-টোয়েন্টি ট্রফি ক্রিকেটে উত্তরাখণ্ডের কাছেও হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আবারও হেরেছে ত্রিপুরা দল। একেবারে ট্র্যাডিশনাল পজিশনে কাম ব্যাক ত্রিপুরা। গ্রুপ লিগ পর্যায়ের শেষ ম্যাচের আগে ত্রিপুরা দল একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। আট দলীয় গ্রুপে ত্রিপুরার সেই অষ্টম স্থানে অবস্থান করছে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত সঈদ মুস্তাক আলী টি-টোয়েন্টি ট্রফি এলিট ডি গ্রুপের লীগ পর্যায়ের খেলা শেষ পর্যায়ে। আজ, শনিবার ত্রিপুরা দল নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচের মাথায়ও চার উইকেটের ব্যবধানে হেরেছে। আমেদাবাদের মতেরায় নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে এ গ্রাউন্ডে বেলা আড়াইটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক মনিশঙ্কর মুরাসিং প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৬৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে তেজস্বী জয়সওয়াল এর ৫১ রান, শ্রীদাম পালের ৪৩ রান, ওপেনার হনুমা বিহারীর ২২ রান উল্লেখযোগ্য। স্বপ্নীল সিং ২০ রানে অপরাজিত থেকে দলের স্কোরের সমৃদ্ধি কিছুটা বাড়িয়ে তুলে। উত্তরাখণ্ডের রাজন ১৮ রানে এবং সুচিত্র ১৯ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে উত্তরাখন্ড অন্তিম বলে রোমাঞ্চকর ভাবে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে কুনাল চান্দেলার ৫১ রান, অভনীশ সুধার ২৬ রান উল্লেখযোগ্য। সপ্তম উইকেটের জুটিতে সুজিত ২১ রানে এবং অর্ণব মহাজন চার রানে উইকেটে থেকে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ত্রিপুরা দলের স্বপ্নীল সিং ২১ রানে তিনটি এবং বিজয় সংকর ৩০ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। মনি শংকর মুরাসিং পেয়েছে একটি উইকেট।

কাজে এল না শামির ৩ উইকেট পুদুচেরীর কাছে হার বাংলার

হায়দ্রাবাদ।। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ম্যাচে পুদুচেরীর কাছে হেরে গেল বাংলা। প্রথমে ব্যাট করে পুদুচেরী করে ৫ উইকেটে ১৭৭ রান। জবাবে বাংলার ইনিংস শেষ হল ১৩.৫ ওভারে ৯৬ রানে। বাংলার ব্যাটারদের মধ্যে কর্ণ লাল ছাড়া কেউ ২২ গজে দাঁড়াতেই পারলেন না। দাম পেল না মহম্মদ শামির ৩ উইকেট। ৮১ রানে হেরে গেল বাংলা। টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভাল করতে পারেনি পুদুচেরী। ৩৪ রানে ২ উইকেট হারায় তারা। দুই ওপেনার ভানু আনন্দ (১১) এবং অদিত্যা গাড়ওয়াল (১০) আউট হয়ে যান। তার পর পুডুচেরির ইনিংসের হাল ধরেন যশবন্ত শ্রীরাম এবং অধিনায়ক আমন খান। তৃতীয় উইকেটে জুটিতে তাঁরা তোলেন ৬৮ রান। শ্রীরামকে আউট করে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে ওঠা জুটি ভাঙেন শামি। আমনকেও আউট করেন তিনি। এর পর পুদুচেরীর আর কোনও ব্যাটার বলার মতো রান করতে পারেননি। শামি ম্যাচে ৩ উইকেট নিয়েছেন ৩৪ রান দিয়ে। ৫৩ রানে ২ উইকেট ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়ের। জয়ের জন্য ১৭৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে দাঁড়াতেই পারলেন না বাংলার ব্যাটারেরা। অভিষেক পোড়েল ৯ বলে ১১ রান করে আউট হয়ে যান। অন্য ওপেনার কর্ণ করলেন ২৩ বলে ৪০ রান। ৭টি চার এবং ১টি ছয় মারেন তিনি। তিন নম্বরে নেমে ঈশ্বরণ করেন ৬ বলে ১২। বাংলা আর কোনও ব্যাটার দু'অঙ্কের রানও করতে পারেননি। যুবরাজ কেসওয়ানি (৭), সুদীপ কুমার ঘরামী (৫), হাবিব গান্ধী (৩), ঋত্বিক (৮), প্রদীপ্ত প্রামাণিক (২), আকাশ দীপ (০), শামিরা (৫) পর পর আউট হয়ে গিয়েছেন হায়দরাবাদের ২২ গজে। পুদুচেরীর দুই বোলার জয়ন্ত যাদব এবং সিদাক সিংহের সামনে অসহায় দেখিয়েছে বাংলার ব্যাটারদের। এক জনও ন্যূনতম লড়াই করতে পারলেন না। জয়ন্ত ২৮ রানে ৪ উইকেট নিলেন। ৯ রানে ৩ উইকেট সিদাকের। এ ছাড়া ৫ রানে ১ উইকেট আমনের। ২৪ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন আদিল আয়ুব তুন্ডা।

ব্রিসবেনে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যর্থ ইংরেজ ব্যাটারেরা, অ্যাশেজে ২-০ এগোনোর স্বপ্ন অস্ট্রেলিয়ার

অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মোকাবিলা করতে সমস্যা হচ্ছে ইংল্যান্ডের। পার্থের দুই ইনিংসেই তা দেখা গিয়েছিল। ব্রিসবেনে দিন-রাতের টেস্টে প্রথম ইনিংসে জো রুট নজর কাড়লেও দ্বিতীয় ইনিংসে ভেঙে পড়ল ইংল্যান্ডের ব্যাটিং। ফলে তৃতীয় দিনের শেষেই জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাশেজে ২-০ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তাদের সামনে। তৃতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ডের রান ৬ উইকেটে ১৩৪। অস্ট্রেলিয়ার থেকে এখনও ৪৩ রান পিছিয়ে তারা। হাতে রয়েছে মাত্র ৪ উইকেট।

দ্বিতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল ৬ উইকেটে ৩৭৮। তখন ইংল্যান্ডের থেকে ৪৪ রানে এগিয়ে ছিল তারা। তৃতীয় দিন অস্ট্রেলিয়ার লিড বাড়িয়ে দেন মিচেল স্টার্ক। বল হাতে ৬ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতে ৭৭ রান করেন তিনি। তাঁকে সঙ্গ দেন অস্ট্রেলিয়ার নীচের সারির ব্যাটারেরা। ফলে প্রথম ইনিংসে ৫১১ রান করে অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের থেকে ১৭৭ রানের লিড নেয় অস্ট্রেলিয়া।

সেই পরিস্থিতি থেকে ইংল্যান্ডকে ম্যাচে ফিরতে হলে দ্বিতীয় ইনিংসে ভাল ব্যাট করতে হত তাদের। শুরুটা খারাপ হয়নি। ওপেনিংয়ে ৪৮ রান ওঠে। কিন্তু দিন যত গড়াল তত চাপ বাড়ল ইংল্যান্ডের। ওপেনার জ্যাক ক্রলি ছাড়া কেউ দাঁড়াতে পারেননি। ক্রলি করেন ৪৪ রান।

প্রথম ইনিংসে শতরানকারী জো রুট দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যর্থ। ১৫ রান করে আউট হন তিনি। ইংল্যান্ডের টপ ও মিডল অর্ডার অসি বোলারদের সামনে সমস্যায় পড়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে স্টার্কের পাশাপাশি স্কট বোলান্ড ও মাইকেল নেসের বেশি নজর কাড়েন। তিন পেসারই ২ করে উইকেট নেন।

তৃতীয় দিনের শেষে ক্রিজে রয়েছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস ও উইকেটরক্ষক জেমি স্মিথ। এই দুই ব্যাটারই তাদের শেষ ভরসা। তবে যা পরিস্থিতি তাতে এখান থেকে ম্যাচে ফেরা কঠিন ইংল্যান্ডের। এখন থেকেই জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়া। পার্থে দু'দিন ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল তারা। ব্রিসবেনে জিতলে সিরিজে ২-০ এগিয়ে যাবে অস্ট্রেলিয়া।

কমনওয়েলথের পর লিম্পিকও আহমেদাবাদে!

নয়াদিল্লি।। ২০৩০-র কমনওয়েলথ গেমস আয়োজিত হতে চলেছে ভারতে। গুজরাটের আহমেদাবাদে হবে এই মেগা ইভেন্ট। কমনওয়েলথ গেমসের পর ভারতের লক্ষ্য কী? সেটাও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আহমেদাবাদে দাঁড়িয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন ২০৩৬-র অলিম্পিক আয়োজন করাই পরবর্তী লক্ষ্য। তাঁর বিশ্বাস, আহমেদাবাদে অলিম্পিক হলে ভারত পদক তালিকায় সেরা পাঁচে থাকবে। আহমেদাবাদে সংসদ খেল মহোৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "সম্প্রতি আমরা কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছি। তবে আহমেদাবাদের জনগণের এবার আরও বড় প্রস্তুতি প্রয়োজন। কারণ, এবার আমরা ২০৩৬-র অলিম্পিক আয়োজন করব।" এখানেই শেষ নয়। অলিম্পিক আয়োজনের আগে 'প্রস্তুতিও' ঠিক করে দিয়েছেন তিনি। অমিত শাহ বলেন, আহমেদাবাদের উচিত বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করা। যাতে অলিম্পিক আয়োজনের মতো ক্রীড়া সংস্কৃতি ও পরিকাঠামো তৈরি করা যায়।

শুধু অলিম্পিক আয়োজন নয়, সেখানে ভারত সাফল্যও পাবে বলে বিশ্বাসী অমিত শাহ। তিনি বলেন, "আমি বিশ্বাসী যখন ভারতে অলিম্পিক হবে, তখন ভারত মেডেল তালিকায় প্রথম পাঁচে থাকবে।" তবে সেটা কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে ভারত শেষ করেছিল ৭১ তম স্থানে। জিতেছিল মোট ৬টি মেডেল। যার মধ্যে ছিল একটি রুপো ও ৫টি ব্রোঞ্জ। কোনও সোনা জেতেনি ভারত। তাছাড়া আহমেদাবাদে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন নিয়ে বিতর্কও আছে। বিশ্বকাপ হোক বা কমনওয়েলথ, কেন একই শহরকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

২০৩০ সালে শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই গেমসের। আর শতবর্ষে এই প্রতিযোগিতা বসবে নরেন্দ্র মোদির রাজ্যের আহমেদাবাদেই। গ্লাসগোতে বার্ষিক সাধারণ সভায় আহমেদাবাদকে সিলমোহর দিয়েছে ৭৪ সদস্য দেশ। এর আগে ২০১০ সালে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করেছিল ভারত।

অসমেও দাপট বাংলার, প্রতিপক্ষকে গোলের মালা পরিয়ে চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড হারবার এফসি

মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যবধান। ভিনরাজ্যের মাটি থেকে ফের ট্রফি নিয়ে ফিরছে ডায়মন্ডহারবার এফসি। অসমে অয়েল ইন্ডিয়া কাপ এবং ওড়িশায় আমন্ত্রণমূলক টুর্নামেন্ট জয়ের পর এবার সেই অসমের ডিগবয়ে তারা জিতল বোডোউসা কাপে।

বৃহস্পতিবার ফাইনালে তিনসুকিয়ার স্থানীয় দল বারেকুরি এফসি-কে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দেয় বাংলার ক্লাবটি। জুবিলি ফিল্ডে জোড়া গোল করেন ডায়মন্ডহারবারের আকিব নওয়াব। বাকি গোলগুলি আকাশ হেমব্রম, শ্রীদার্থ নংমেইকাপাম এবং রাজা হরিজনের। ডিগবয়ের এই প্রতিযোগিতায় মূলত রিজার্ভ দলকে পাঠিয়েছিল ডায়মন্ডহারবার এফসি। সিনিয়র বলতে খেলেছেন মির্শাদ মিচু, বিক্রমজিৎ সিং এবং পবন। ফাইনালে গোল করা চারজনই অবশ্য রিজার্ভ দলের সদস্য। তাঁদের নিয়েই বাজিমাৎ করলেন এই দলের কোচ অভিষেক দাস। প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে অয়েল ইন্ডিয়ার ফুটবল দলকে হারায় ডায়মন্ডহারবার। এর আগে অসমের দলটির কাছে হেরেছে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলও। রানার্স বারেকুরি এফসি আবার শেষ চারে হারিয়ে এসেছে ট্রাউ এফসি-র মতো জাতীয় পর্যায়ে খেলা দলকে। কিন্তু ফাইনালে তারা দাঁড়াতেই পারল না ডায়মন্ডহারবারের রিজার্ভ দলের দাপটে। এর আগের দু'টো প্রতিযোগিতায় অবশ্য বিদেশি-সহ সিনিয়র দল নিয়েই খেলেছে তারা। সবমিলিয়ে পরপর সাফল্যে খুশির হাওয়া বাংলার ক্লাবটির অন্দরে।

রাহুলের বাঁয়ে হাত কা খেলেই দু'বছর পর ওয়ানডেতে টস জিতল ভারত, প্রথম একাদশে নতুন কে?

অবশেষে ওয়ানডেতে টসে জিতল ভারত। প্রায় দুই বছর পর 'মুদ্রাদোষ' কাটল ভারতের। টসে জিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন অধিনায়ক কেএল রাহুল। দর্শকও আনন্দে উদ্বেল। টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। সিরিজ জয়ের মুখে দাঁড়িয়ে ওয়াশিংটন সুন্দরকে বসিয়ে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তিলক বর্মাকে।

টানা ২০টা ম্যাচ টসে হেরেছিল ভারত। রোহিত শর্মা, শুভমান গিল থেকে কেএল রাহুল, ভারতের 'মুদ্রাদোষ' বদলাচ্ছিল না। অবশেষে সেই ধারা রাহুলই ভাঙলেন। তবে বাঁহাতে। সাধারণত ডানহাতে টস করেন রাহুল। কিন্তু বিশাখাপত্তনমে ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে তিনি টস করলেন বাঁহাতে। আর তাঁর সেই 'বাঁয়ে হাত কা খেলে'ই জাদু! দু'বছর পর ওয়ানডেতে টসে জিতল ভারত। শেষবার টসে জিতেছিল ২০২৩-র নভেম্বরে, বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

আর টস জেতার পর টিম ইন্ডিয়ার উচ্ছ্বাস দেখে কে? রাহুল যেভাবে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন, তাতে মনে হল সিরিজই জিতে গিয়েছেন। ঋষভ পন্থ থেকে মর্নি মর্কেল, শুভেচ্ছার বৃষ্টিতে ভাসছিলেন তিনি। রাহুল আবার বুঝিয়ে দিলেন, কোন ফরমুলায় টস জিতেছেন। অন্যদিকে দর্শকদের আনন্দ থামছেই না। যেন কোনও 'মিরাকলে'র সাক্ষী থাকলেন বিশাখাপত্তনমের দর্শকরা। তাঁদের চিৎকারে বেশ খানিকক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না রাহুল। এমনকী দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা পর্যন্ত হেসে ফেললেন। এই ম্যাচে ওয়াশিংটন সুন্দরের জায়গায় সুযোগ দেওয়া হয়েছে তিলক বর্মাকে। এশিয়া কাপ জয়ের 'নায়ক'কে কেন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। তিনিও বল করে দিতে পারেন। বিশাখাপত্তনমে রাতের দিকে শিশির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তবে রাহুলের বিশ্বাস, শিশির পড়তে একটু দেরি হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা দলে দুই বদল এসেছে। নান্দ্রে বার্গার ও টোনি ডি জর্জির জায়গায় খেলবেন ওটনিল বার্টম্যান ও রায়ান রিকেলটন।

'হর্ষিত-প্রসিদ্ধরা ব্যর্থ, তবু শামি কেন ব্রাত্য?' আগরকর-গম্ভীরকে তুলোধোনা বিশ্বজয়ীর

বয়স ৩৫। কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত ম্যাচ জেতাচ্ছেন। কিন্তু জাতীয় দলের দরজা কিছুতেই খুলছে না মহম্মদ শামির জন্য। বৃহস্পতিবারই সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে শামি চার উইকেট তুলে নিয়েছেন। তারপর নাম না করে নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকরকে তুলোধোনা করেছেন হরভজন সিং। প্রাক্তন স্পিনারের প্রশ্ন, কেন জাতীয় দলে ব্রাত্য শামি ?

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ানডে'তে হেরেছে ভারত। তারপরেই পেসারদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভাজ্জি। তিনি বলেন, "প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ভালো বোলার, কিন্তু ওর এখনও অনেক কিছু শেখার বাকি আছে। জশপ্রীত বুমরাহ থাকলে একরকম। কিন্তু বুমরাহ ছাড়া টিমের বোলিং লাইন আপের মান একেবারে কমে যায়। বুমরাহকে ছাড়াই ম্যাচ জেতা শিখতে হবে ভারতকে।"

বিশ্বকাপজয়ী তারকার মতে, বুমরাহ ছাড়াই ভারতকে ম্যাচ জেতানোর মতো বোলার রয়েছে দেশে। কিন্তু তাঁদের 'কোণঠাসা' করে দেওয়া হয়েছে। ভাজ্জি বলেন, "শামি কোথায়? জানি না ওকে কেন খেলানো হচ্ছে না। ইংল্যান্ড সফরেও বুমরাহকে ছাড়াই মহম্মদ সিরাজ দুর্দান্ত খেলেছিল। বুমরাহকে বাদ দিয়ে যেক'টা টেস্ট খেলেছিল ভারত, সবগুলোতে জিতেছে। এরকম ভালো বোলার রয়েছে আমাদের হাতে, কিন্তু তাদের কার্যত দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

উল্লেখ্য, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর জাতীয় দলে আর খেলেননি শামি। ঘরোয়া ক্রিকেটে রনজির পর টি-২০ ফরম্যাটেও নজরকাড়া পারফরম্যান্স তাঁর। যদিও নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকর দাবি করেছেন, শামিকে নিয়ে তাঁর কাছে কোনও তথ্য নেই। সেই বার্তার পালটা দিয়েছিলেন তারকা পেসারও।

ঘরোয়া ক্রিকেটে শামির বোলিংও দেখে গিয়েছেন জাতীয় নির্বাচকরা। তাতেও জাতীয় দলের দরজা খোলেনি শামির জন্য। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ-হর্ষিত রানার দুর্দশা দেখেও শামিদের ফেরানো হচ্ছে না জাতীয় দলে।

চোখের নীচে বিশেষ টেপ! গোলাপি বলের টেস্টে নতুন অস্ত্র নিয়ে নামবেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক স্মিথ

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট, যা খেলা হবে গোলাপি বলে। সেই টেস্টের প্রস্তুতিতে নতুন অস্ত্র নিয়ে নামলেন স্টিভ স্মিথ। দু'চোখের নীচে বিশেষ ধরনের একটি টেপ পরতে দেখা গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ককে। বল যাতে ভাল করে দেখতে পান তার জন্য এই টেপ পরেছেন বলে জানা গিয়েছে।

অনুশীলনে থ্রোডাউন নেওয়ার সময় স্মিথকে এই টেপ পরতে দেখা গিয়েছে। সেই ছবি ভাইরাল হয়ে যায়। অন্য কোনও ক্রিকেটারকে এই টেপ লাগাতে দেখা যায়নি। একে 'অ্যান্টি গ্লেয়ার স্ট্রিপস বলা হয়। ফ্লাডলাইটে খেলার সময় যাতে আলোর জন্য দেখতে অসুবিধা না হয়, তাই এই টেপ পরেন ক্রীড়াবিদেরা। চোখের ঠিক নীচে এই টেপ লাগাতে হয়। এর ফলে চোখে আলো সরাসরি প্রতিফলিত হয় না। দৃশ্যমানতা ভাল হয়।আমেরিকায় জাতীয় ফুটবল লিগে বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়েরা 'অ্যান্টি গ্লেয়ার স্ট্রিপস পরে খেলতে নামেন। সেখানে সব ম্যাচই হয় রাতে। সেই লিগের কিংবদন্তি টম ব্র্যাডি প্রতি ম্যাচে 'অ্যান্টি গ্লেয়ার স্ট্রিপস পরে নামেন। ক্রিকেটে এই ঘটনা খুব বেশি নেই। বহু দিন আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটার শিবনারায়ণ চন্দ্রপলকে 'অ্যান্টি গ্লেয়ার স্ট্রিপস পরে খেলতে দেখা যেত।

'গাহে তব জয়গাথা', মণিপুরের যুযুধান কুকি-মেইতেই গোষ্ঠীর দুই ফুটবলারের পায়ে ইতিহাস ভারতের

দু'বছরের বেশি সময় ধরে উত্তপ্ত ছিল মণিপুর। নিজেদের মধ্যে হিংসায় রত ছিল কুকি ও মেইতেই গোষ্ঠী। কিন্তু ফুটবল মাঠে দেশের জার্সির প্রতিনিধিত্ব মিলিয়ে দিল দুই যুযুধান গোষ্ঠীকে। সম্প্রতি অনূর্ধ-১৭ এশিয়ান কাপ ফুটবলে যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারত। আর সেখানে দুই নায়ক এসেছে কুকি ও মেইতেই গোষ্ঠী থেকে। দেশকে জিতিয়েছে ভারতীয় পরিচয়ে। সুনীল ছেত্রী, সন্দেশ জিঙ্গানরা পারেননি। কিন্তু ছোটরা করে দেখাল। কোচ বিবিয়ানো ফার্নান্দেজের হাত ধরে এবার কোয়ালিফায়ার্সের বৈতরণী পার করল ভারত। অনূর্ধ-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে 'ব্লু কোল্টস'রা। আহমেদাবাদের ইকেএ এরিনায় শক্তিশালী ইরানকে ২-১ গোলে হারিয়ে এই নিয়ে দশমবার এই প্রতিযোগিতায় খেলার ছাড়পত্র পেল ভারতের জুনিয়র দল। প্রথমে পিছিয়ে পড়েও কামব্যাক করে ভারত। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার সামান্য আগে পেনাল্টি থেকে গোল করে ভারতকে সমতায় ফেরায় অধিনায়ক দাল্লালমুওন গাংতে। ৫১ মিনিটে গুনলেইবা ওয়াংখেইরাকপামের চিত্তাকর্ষক গোলে এগিয়ে যায় ভারত। দুই ফুটবলারের জাতিগত পরিচয়ও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। গাংতে কুকি গোষ্ঠীর ও গুনলেইবা মেইতেই গোষ্ঠীর। দু'জনের মিলিত উদ্যোগে এশিয়ার মঞ্চে উড়তে চলল তেরঙ্গা পতাকা। ২০২৩-র মে মাস থেকে মণিপুরে কুকি-মেইতেই সংঘর্ষে ২৫০-র বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, ঘরছাড়া ৬০ হাজারের বেশি মানুষ। শান্তির খোঁজে ফুটবলও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। মণিপুরের বিভিন্ন রিলিফ ক্যাম্পে ফুটবলকে শুধু বিনোদন নয়, এই ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে দেখার মাধ্যম হিসেবে দেখা হচ্ছে। অনূর্ধ-২৩ দলে ৮ জন মণিপুরী ফুটবলার আছেন। যাঁদের মধ্যে ৭জন মেইতেই ও ২জন কুকি। আর সেখানে নিজের রাজ্য থেকে ৩০০০ কিলোমিটার দূরে,

রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে একটি বিপর্যয় সহনশীল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অঙ্গিকারবদ্ধ : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর: আর্ত মানুষদের সেবায় অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং গৃহরক্ষী স্বেচ্ছাসেবকদের অবদান অপরিসীম। এদের তৎপরতায় যেমন অনেক মানুষের জীবন রক্ষা পায় ঠিক তেমনি সম্পত্তিও রক্ষা পায়। অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং গৃহরক্ষী বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকগণ হলেন সমাজ ও জীবনের রক্ষক। অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী ও গৃহরক্ষীদের নিঃস্বার্থভাবে কাজ ও আত্মত্যাগকে সম্মান জানাতে এই দিনটি উদযাপন করা হয়। আজ মনোরঞ্জন দেববর্মা পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে ৬৩তম অল ইন্ডিয়া সিভিল ডিফেন্স এবং হোম গার্ডস ডে ২০২৫ উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী ভাষণে সিভিল ডিফেন্স, গৃহরক্ষী বাহিনী ও আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবকদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বিপর্যয় এবং দুর্য়োগ মোকাবেলায় সিভিল ডিফেন্স, গৃহরক্ষী বাহিনী ও আপদা মিত্র সদস্যগণ আর্ত মানুষদের পাশে থাকার ফলে মানুষরা যে ভরসা পায় তা সেবার এক মহান দৃষ্টান্ত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতে ১৯৬৮ সালে অসামরিক প্রতিরক্ষা আইনী মর্যাদা পেলেও ত্রিপুরায় ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় অসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়টি স্বীকৃতি পায়। ২০২১ সাল পর্যন্ত অসামরিক প্রতিরক্ষা শুধুমাত্র আগরতলা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। ২০০৯ সালে সিভিল ডিফেন্স আইন সংশোধিত করে এতে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আগে অসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়টি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। ২০১৯ সালে তা রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে এবং ২০২০ সালে রাজস্ব দপ্তরে নিয়ন্ত্রনাধীন হয় এবং ২০২১ সালে সিভিল ডিফেন্স কার্য্যক্রম রাজ্যের সমস্ত জেলাতে সম্প্রসারিত হয়। ত্রিপুরাতে বর্তমানে ৮টি জেলাতেই সিভিল ডিফেন্স কার্য্যক্রম সক্রিয় রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় ৫ হাজার জন প্রশিক্ষিত সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। রাজ্য সরকার রাজ্যের জনসংখ্যার ১ শতাংশ সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক গঠনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। ২০২৬ সালের মধ্যে আরও ৩ হাজার সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় মানুষের সহায়তায় নিয়োজিত থাকবে।

সিভিল ডিফেন্সের মতই আপদা মিত্র স্বেচ্ছা সেবকরা প্রাকৃতিক দুর্য়োগের সময় মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় নিয়োজিত থাকে। আগামীতে আরও ১৬০০ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। রাজ্যে গত বছরের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সিভিল ডিফেন্স ও আপদামিত্র স্বেচ্ছাসেবকগণ মানুষের সেবায় দারুণভাবে কাজ করেছেন। রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে একটি বিপর্যয় সহনশীল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অঙ্গিকারবদ্ধ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যকে একটি সহনশীল সুরক্ষিত এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় কাজ চালানো হচ্ছে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্য পুলিশের ডিজিপি অনুরাগ।

অনুষ্ঠানে এই দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা বার্তা পড়ে শুনান সিভিল ডিফেন্স বিভাগের ডিরেক্টর জে বি দোয়াতি। অনুষ্ঠানে দুর্য়োগ মোকাবিলার উপর একটি শপথ বাক্য মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত সকলে পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সিভিল ডিফেন্সের এবং আপদামিত্র, সদস্যদের ফায়ার ব্রিগেড জওয়ানদের মানুষের সেবায় অসামান্য কাজের জন্য রাজ্যের ৮টি জেলার শ্রেষ্ঠদের প্রশংসা পত্র ও পুরস্কার প্রদান করেন এবং প্যারেডে অংশগ্রহণকারী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করেন। অনুষ্ঠানে সড়ক দুর্ঘটনায় সচেতনতার উপর, বাড়িঘরে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে অগ্নি সংযোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন সচেতনতা কাজগুলি নিয়ে ডেমোনস্ট্রেশন প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া প্যারেডও প্রদর্শিত হয়। আয়োজন করা হয় মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের। মুখ্যমন্ত্রী প্রাকৃতিক দুর্য়োগ মোকাবিলায় ব্যবহৃত নানা সরঞ্জামের একটি প্রদর্শনী স্টলও ঘুরে দেখেন।

লোক ভবন সাধারণ জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হল

আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর : রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লুর আন্তরিক উদ্যোগে এবার থেকে সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হলো রাজভবন। এতদিন রাজভবনে সাধারণ জনগণের প্রবেশাধিকার ছিল না, তবে রাজ্যপাল সবার কৌতূহল মেটানোর জন্য রাজভবনকে লোক ভবনে রূপান্তরিত করেছেন।

এখন থেকে প্রতি শনিবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত লোক ভবন জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রতি শনিবার ২৫ জন করে, মোট ৭৫ জন সাধারণ মানুষ তিন ঘণ্টা সময়ে লোক ভবন ঘুরে দেখতে পারবেন।

আজ, প্রথম দিনের জন্য প্রচার না থাকায় দর্শনার্থীদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। তবে ভবিষ্যতে এই উদ্যোগটি আরও জনপ্রিয় হবে বলে আশা করছেন কর্মকর্তারা। লোক ভবনের এই বিশেষ উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা তাদের রাজভবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও জানার সুযোগ দেবে।

উল্লেখ্য, আগামী শনিবার থেকে প্রচার কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হবে এবং আরও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে অনুমতিহীন জুয়া ও মেলা প্রদর্শনী; তদন্তে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন

ধর্মনগর, ৬ ডিসেম্বর: ধর্মনগর মহকুমা অন্তর্গত কদমতলা ব্লকের কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুমতি ছাড়াই রমরমিয়ে চলছে জুয়া ও মেলা প্রদর্শনী। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের অভিযোগ সামনে আসতেই প্রশাসনিক মহলে শুরু হয়েছে তৎপরতা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ধর্মনগর মহকুমা শাসক (এসডিএম) চৌধুরী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে এ ধরনের কোনও অনুমোদন দেওয়া হয়নি। তিনি আরও জানান, ঘটনা সম্পর্কে তিনি ইতোমধ্যেই জেলা পুলিশ সুপার ও কদমতলা থানার ওসিকে অবহিত করেছেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুমতিহীনভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে এই ধরনের কার্যকলাপ চলায় প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই এখন সকলের নজর।

গজারিয়া আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের উদ্যোগে শিশু স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং কার্যক্রম সম্পন্ন

আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর: সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের অধীনে গজারিয়া আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের উদ্যোগে দক্ষিণ গজারিয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং গজারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ৩ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রমের অধীনে একটি স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে দক্ষিণ গজারিয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মোট ২২ জন শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং এই দিনেই গজারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫৭ জন ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং করা হয়। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রমের (আর.বি.এস.কে.) দলের সদস্যরা উক্ত স্ক্রিনিং চলাকালে, শিশুদের বৃদ্ধি, দৃষ্টি, শ্রবণ, মুখগহ্বর সমস্যা, অপুষ্টি এবং শিশুদের শারীরিক বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এছাড়াও এই স্ক্রিনিংয়ে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রমের স্বাস্থ্যকর্মীরা অভিভাবক, শিক্ষক এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের

নিউমোনিয়া প্রতিরোধে ত্রিপুরায় রাজ্য ও জেলাভিত্তিক কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা

আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর: শিশুদের জন্য নিউমোনিয়া এখনও একটি বড় ঝুঁকির কারণ। দেশে পাঁচ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণগুলির মধ্যে নিউমোনিয়া শীর্ষে। নিউমোনিয়া প্রতিরোধে ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে পশ্চিম ত্রিপুরার ভাটি অভয়নগর আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে "সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড অ্যাকশন টু নিউট্রালাইজ নিউমোনিয়া সাকসেসফুল্লি রাজ্য ও জেলাভিত্তিক কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ও বিধায়ক দীপক মজুমদার।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুরনিগমের মেয়র ও বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, রোগ নির্ণয়, শিশুদের টিকাকরণ সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়ে সচেতন করতে স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়িতে গেলে তাদের পর্যাপ্ত সহযোগিতা করতে হবে। কোনও সমস্যা থাকলে তাদের জানাতে হবে। অনুষ্ঠানে বক্তারা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, শীতকালে নিউমোনিয়ার সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি ছড়ায়। নিউমোনিয়া একটি সংক্রামক রোগ, যা শিশুদের ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটিয়ে তাদের শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা তৈরি করে। ছোট শিশুদের মধ্যে সর্দি কাশি বা জ্বরের সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, দ্রুত শ্বাস নেওয়া, অস্বাভাবিক শব্দ সহ শ্বাস নেওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি, দূষিত পরিবেশ, সময়মতো চিকিৎসা না পাওয়া এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকলে নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই শিশুকে উষ্ণ পোশাক পরানো, ঠাণ্ডা পরিবেশ এড়ানো এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি শিশুদের নিউমোনিয়া প্রতিরোধে পেন্টাভ্যালেন্ট, পি.সি.ভি. এবং ৯-১২ মাসে পি.সি.ভি. বুস্টার ডোজ দেওয়া জরুরি। নিউমোনিয়া রোগ প্রতিরোধে এদিন ৭ জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (ত্রিপুরা) ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাজু বাহিদ এ.। এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. নূপুর দেববর্মা ও পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র-ইন-কাউন্সিল হীরালাল দেবনাথ, উত্তর জোনের চেয়ারম্যান প্রদীপ চন্দ, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সদস্য সচিব ডা. সৌভিক দেববর্মা, প্রোগ্রাম অফিসার ডা. ঈষিতা গুহ, ভাটি অভয়নগর আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের এম.ও.আই.সি. ডা. মণিমালা দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে মেয়র দীপক মজুমদার কয়েকজন শিশুকে নিউমোনিয়ার ডোজ খাওয়ান। এছাড়া কয়েকজন শিশুর হাতে বিভিন্ন উপহার তুলে দেন। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রঞ্জন বিশ্বাস।

গোমতী জেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তামাকমুক্ত অভিযান

আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর : গোমতী জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে তামাকমুক্ত অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। স্কুল এবং কলেজগুলির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আজ উদয়পুরের নেতাজি সুভাষ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বিষয়ক একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গোমতী জেলার জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির জেলা প্রোগ্রাম অফিসার ডা. শৌমিক চক্রবর্তী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের তামাকের মারাত্মক কুফল সম্পর্কে সচেতন করেন। গত ১০ দিনে গোমতী জেলা জুড়ে বিভিন্ন স্কুলেও তামাকমুক্ত অভিযান চালানো হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও সমাজের ওপর তামাকের মারাত্মক কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১২০টি স্কুলে এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, তামাকমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে গোমতী জেলায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। এ পর্যন্ত মোট ২১০টি স্কুলকে তামাকমুক্ত স্কুল এবং পার্শ্ববর্তী ১০০ মিটার এলাকাকে তামাকমুক্ত অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়েছে। গত বছর ১৫৬টি স্কুলকে তামাকমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। চলতি বছরে ইতিমধ্যে ৫৪টি স্কুলকে তামাকমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিষয়ে গোমতী জেলাকে সম্পূর্ণরূপে তামাকমুক্ত করতে স্বাস্থ্য দপ্তর এবং জেলা প্রশাসন যৌথভাবে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আশেপাশের এলাকায় নিয়মিতভাবে এনফোর্সমেন্ট অভিযান চালানো হচ্ছে। তামাক বিক্রি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে এই অভিযানগুলি ত্বরান্বিত করা হয়েছে, যাতে ছাত্রছাত্রীরা তামাকের ক্ষতিকর দিক থেকে সুরক্ষিত থাকে।

পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের কাছেও বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়। এই উদ্যোগ জেলার যুব সমাজকে এক স্বাস্থ্যকর ও তামাকমুক্ত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন ১৪—১৫ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর: সকলের অবগতির জন্য জানানো হয়েছে যে, ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন আগামী ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে। সংগঠনের সংবিধান মোতাবেক গোপন মতদানের মাধ্যমে আগামী দিনের নতুন রাজ্য কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হবে।

এ উপলক্ষে সদস্যপদ নবীকরণ এবং নতুন সদস্যপদ গ্রহণের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। নির্ধারিত ফরম পূরণের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে সদস্যপদ নবীকরণ এবং নতুন সদস্য গ্রহণের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে জানানো হয়েছে।

ডঃ বি. আর. আম্বেদকর-এর ৭০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ওএনজিসিতে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর: ডঃ বি. আর. আম্বেদকর-এর ৭০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ওএনজিসি আগরতলা ব্রাঞ্চের তেজস্বিনী হলে আজ এক মহতি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অল ইন্ডিয়া এসসি-এসটি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এ রক্তদান শিবিরে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওএনজিসির অ্যাসেট ম্যানেজার সঞ্জীব কুমার ঝঞ্ঝারসহ বহু বিশিষ্টজন। তাঁদের উপস্থিতিতে রক্তদান কর্মসূচি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। উদ্যোক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই ডঃ আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এই রক্তদান।

বাইক দুর্ঘটনা রোধে শান্তিরবাজারে কড়াকড়ি বিশেষ অভিযানে নেমে পড়ল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৬ ডিসেম্বর: একের পর এক বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি এই পরিস্থিতিতেই দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে শান্তিরবাজারে শুরু হলো হঠাৎ কড়াকড়ি। দুর্ঘটনা রোধে শনিবার বিশেষ অভিযানে নেমে পড়ে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ।

গত কয়েকদিনে শান্তিরবাজার মহকুমায় একাধিক সড়ক দুর্ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ট্রাফিক আইন অমান্য করা, দ্রুত গতিতে বাইক চালানো, বেপরোয়া ওভারটেক, সঠিকভাবে হেলমেট না পরা, গাড়িতে সিটবেল্ট ব্যবহার না করা, এমনকি মদ্যপ অবস্থায় যানবাহন চালানোএসবই দুর্ঘটনার মূল কারণ বলে জানিয়েছে পুলিশ। এর পাশাপাশি শীতের রাতে ঘন কুয়াশার মধ্যে অসাবধানতার সঙ্গে যানবাহন চালানোও দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে।

দুর্ঘটনার প্রবণতা কমাতে শান্তিরবাজারের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে থানা পুলিশ। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার মুয়রাকৃষ্ণা, শান্তিরবাজার থানার ওসি রাজু দত্ত, দক্ষিণ জেলার ট্রাফিক ওসি বিশ্বজিৎ দের্বমা, থানার এসআই সমীর বিশ্বাস, এসআই রতন দেবনাথসহ অন্যান্য পুলিশ সদস্যরা।

অভিযান শেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার জানান, সাধারণ মানুষকে ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে এবং শীতের রাতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে যানবাহন চালানো থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

এদিনের বিশেষ অভিযানে আইন অমান্য করায় বেশ কয়েকজন বাইকচালককে জরিমানাও করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শীতকাল জুড়ে এই ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

রজত জয়ন্তীতে সেবামূলক কর্মসূচিতে আলোকিত কৈলাসহর লায়ন্স ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ ডিসেম্বর: কৈলাসহরের সুপ্রতিষ্ঠিত লায়ন্স ক্লাব মানুষের সেবায় নিরলসভাবে কাজ করতে করতে গুটি গুটি পায়ে ২৫ বছরে পদার্পণ করেছে। রজত জয়ন্তী বর্ষকে স্মরণীয় করে তুলতে গতকাল সন্ধ্যায় ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে আয়োজিত হয় সিলভার জুবিলী উদযাপন অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই লায়ন মনোজ বাজনকা, সভাপতি লায়ন শুক্লা বণিকসহ গৌহাটি থেকে আগত বেশ কয়েকজন লায়ন সদস্যকে উত্তরীয় ও লায়ন্স প্রতিকৃতি প্রদান করে সম্মান জানানো হয়। এরপর একটি চারা গাছে জল প্রদান করে রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। এদিন ক্লাবের প্রতিটি প্রাক্তন সদস্যকে ক্লাবের বেইজ প্রদান করা হয় এবং গত ২৫ বছরে ক্লাবকে সহযোগিতা করা বিভিন্ন সংস্থাকে উত্তরীয় ও মেমেন্টো দিয়ে সম্মানিত করা হয়। কয়েকদিন আগে শিশুদের নিয়ে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে কৈলাসহর পৌর পরিষদের অন্তর্গত সাফাই কর্মীদের শীতবস্ত্র ও মিষ্টি প্রদান করা হয়, যা অনুষ্ঠানে মানবিকতার অনন্য ছোঁয়া যোগ করে। সেবামূলক নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে লায়ন্স ক্লাবের রজত জয়ন্তী উদযাপন শহরের মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে।

শিক্ষকদের দাবিদাওয়া নিয়ে জেলা শিক্ষা আধিকারিকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ ডিসেম্বর: সরকারি শিক্ষক সমিতি (এইচ বি রোড), বিলোনিয়া শান্তির বাজার ও সাবরুম বিভাগের এক প্রতিনিধি দল শনিবার বিকেলে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শিক্ষা আধিকারিক দিলীপ দাসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এদিন তাঁরা শিক্ষকদের নানান সমস্যা এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত একগুচ্ছ দাবিদাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপি জেলা শিক্ষা আধিকারিকের হাতে তুলে দেন।

প্রতিনিধি দলের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে ছিল, টেটের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রথম দিন থেকেই নিয়মিত বেতন প্রদান। পুরোনো পেনশন ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা। অসুস্থ ও অবসরের দোরগোড়ায় থাকা শিক্ষকদের বাড়ির নিকটবর্তী কর্মস্থলে বদলি। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষিকাদের নিজ মহকুমায় পোস্টিং নিশ্চিত করা।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক বদলি বন্ধ করা।

পাঁচ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকা পুরোনো শিক্ষকদের পুনরায় টেট পরীক্ষা দেওয়ার নির্দেশ পুনর্বিবেচনার দাবি।

পশ্চিমবঙ্গের আদলে ১০৩২৩ শিক্ষককে পুনরায় নিয়োগের উদ্যোগ। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সর্বশিক্ষা প্রকল্পের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের নিয়মিত বেতন প্রদান।

বিদ্যালয়ে সময়মতো বই ও সিলেবাস সরবরাহ। প্রতি ছাত্রছাত্রীকে দুই সেট স্কুল ড্রেস প্রদান, শিক্ষক—শিক্ষিকাদের অসম বণ্টন দূরীকরণসহ দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন শিক্ষা সমস্যা সমাধান।

দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে জেলা শিক্ষা আধিকারিক দিলীপ দাস জানান, তিনি বিষয়গুলো উর্ধতন দপ্তরের নজরে আনবেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি, বিলোনিয়া বিভাগীয় সম্পাদক জীবন শীল, শান্তির বাজার বিভাগীয় সভাপতি পঙ্কজ চক্রবর্তী, রাজ্য কার্য্যকরী কমিটির সদস্য রাকেশ দেবনাথ, সাবরুম বিভাগীয় সম্পাদক হরলাল দাস, কুমুদ দাস ও সুনিল দাস।

ধর্মনগরের ভি—মার্টে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য বিক্রি অভিযোগ, প্রশাসনের তৎপরতা একযোগে একাধিক বিপণিতে অভিযান

ধর্মনগর, ৬ ডিসেম্বর : স্থানীয় এক ক্রেতার অভিযোগ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। অভিযোগ ছিলধর্মনগরের জনপ্রিয় বিপণি ভি—মার্টে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য বিক্রি হচ্ছে। পোস্টটি মুহূর্তে শহরজুড়ে উদ্বেগ তৈরি করতেই শুক্রবার বিশেষ অভিযানে দোকানটিতে ঢোকেন এসডিএম অফিসের নেতৃত্বাধীন পরিদর্শনকারী দল।

অভিযানে অংশ নেন ধর্মনগর পৌর পরিষদ, পুলিশ প্রশাসন, সেলস ট্যাক্স বিভাগ, ফুড সেফটি অফিস, ত্রিপুরা স্টেট পলিউশন কন্টোল বোর্ড, লিগ্যাল মেট্রোলজি বিভাগ এবং এসডিএম অফিসের ফুড সেকশনের কর্মকর্তারা।

এদিন বিভিন্ন কাউন্টারে থাকা খাদ্যপণ্য ও প্যাকেটজাত সামগ্রীর মেয়াদ, সংরক্ষণ প্রক্রিয়া এবং মান যাচাই করা হয়। ফুড সেফটি অফিসারের নজরে আসে কয়েকটি মেয়াদোত্তীর্ণ প্যাকেট, যা তাৎক্ষণিকভাবে জব্দ করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এদিকে অভিযোগকারীর ভাইরাল পোস্টকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকেই মন্তব্য করছেনবড় বিপণিগুলিতে নিয়মিত নজরদারি না থাকায় এই ধরনের ঘটনা বাড়ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, "কোনো অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। ভোক্তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নজরদারি আরও জোরদার করা হবে।"

শুধু ভি—মার্ট নয়, এদিন একই সঙ্গে বিশাল মেগা মার্ট, স্মার্ট পয়েন্ট ও নয়াপাড়া বাজারসহ শহরের আরও কয়েকটি বড় দোকানেও হঠাৎ অভিযান চালানো হয়। সেখানে বিলিং পদ্ধতি, এমআরপি, স্টক রেজিস্টার, ওজনযন্ত্রের নির্ভরযোগ্যতা, পরিবেশগত মানদণ্ড এবং খাদ্য সুরক্ষা নিয়ম ঠিকভাবে মানা হচ্ছে কি নাসবই খতিয়ে দেখা হয়।

ঘটনার পর নাগরিকদের দাবি, শুধু বড় বিপণি নয়, ছোট বাজার ও স্থানীয় দোকানগুলোতেও নিয়মিত তদারকি প্রয়োজন। প্রশাসন জানিয়েছেঅভিযান চলবে, এবং ভোক্তারা যেন নিরাপদ, মানসম্মত ও সঠিক পণ্য পান, সে দিকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করল ত্রিপুরা লায়ন্স ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা: আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করা হয়। রাজ্যে শীতের আমেজ জেঁকে বসতে শুরু করতেই সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে এই মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করে সংগঠনটি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, রাজ্যের বিশিষ্ট দুই সাংবাদিক মানস পাল ও প্রণব সরকারসহ লায়ন্স ক্লাবের বিভিন্ন কর্মকর্তা।

লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোক্তারা জানান, শীতের সময় বহু মানুষের শীতবস্ত্র কেনার সামর্থ্য না থাকায় তাঁদের সহায়তার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বক্তারা বলেন, লায়ন্স ক্লাব সারাবছর ধরেই বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় থাকে, আর তারই অংশ হিসেবেই এই শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।

উদ্যোক্তারা আরও জানান, আগামী দিনগুলোতেও সমাজের নিম্নবিত্ত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas